ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 January, 2020 ■ আগরতলা, ১ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ১৫ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদে আজ দায়িত্ব নেবেন বিপিন রাওয়ত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.)।। অবসরের একদিন আগেই, দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) নিযুক্ত করা হয়েছে বিদায়ী সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াতকে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে সেনা বিষয়ক দফতরের প্রধান হচ্ছেন বিপিন রাওয়াত। ১ জানুয়ারি, বুধবার ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন বিপিন রাওয়াত। সরকারের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সংযোগ রক্ষাকারী 'সিঙ্গল পয়েন্ট অ্যাডভাইজার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বিপিন রাওয়াত। সরকারকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্ত পরামর্শ দেবে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ।

১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা ও নৌসেনার পারদর্শিতা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটিই প্রথম তিন বাহিনীর উপদেষ্টার এই সুপারিশ করেছিল। চলতি বছর স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বপ্রথম এই পদের ঘোষণা করেছিলেন। অবশেষে নতুন বছরের প্রথম দিনই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন বিপিন রাওয়াত।

নতুন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে

৩১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার অবসর নিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। মঙ্গলবার সকালে সর্বপ্রথম জাতীয় যুদ্ধ মেমোরিয়ালে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিদায়ী সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। এরপর সাউথ ব্লকে ফেয়ারওয়েল গার্ড অফ ওনার-এ সম্মানিত করা হয় ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে। বিদায়-বেলায় বিপিন রাওয়াত বলেছেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমস্ত সৈনিক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পদমর্যাদা ও ফাইলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, যে কোনও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেই যাঁরা অবিচল ছিলেন।'

নতুন সেনাপ্রধানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দামি হল রেল সফর

লোকালকে রেহাই দিয়ে দূরপাল্লার প্রায় সব ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি, আজ থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লী, ৩১ ডিসেম্বর।। নতুন বছর থেকেই ট্রেন ভাড়া। দূরপাল্লার প্রায় সব ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেনের ভাড়া বাড়ছে বলে মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ভারতীয় রেল। তবে আপাতত লোকাল ট্রেনের ভাড়া বাড়ছে না বলে জানানো হয়েছে। বুধবার থেকেই কার্যকরী হচ্ছে বর্ধিত ভাড়া। তবে ইতিমধ্যেই যাঁরা টিকিট কেটে নিয়েছেন, সেই সব টিকিটে বর্ধিত ভাড়া লাগবে না।

মঙ্গলবারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাধারণ (নন সাবার্বান নন এসি) শ্রেণিতে কিলোমিটার পিছু এক পয়সা করে ভাড়া বাড়নো হচ্ছে। মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রে নন এসিতে এই ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে কিলোমিটার প্রতি ২ পয়সা। অন্য দিকে এসি কামরায় ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ৪ পয়সা করে বাড়ানো হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

শতাব্দী, রাজধানী, দুরন্তর মতো প্রিমিয়াম ট্রেনও ভাড়াবৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস ১৪৪৭ কিলোমিটার যাত্রাপথ অতিক্রম করে। কিলোমিটারে ৪ পয়সা ভাড়া বাড়লে মোট ভাড়াবৃদ্ধির অঙ্ক হবে প্রায় ৫৮ টাকা। রেলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রেল স্টেশন ও ট্রেনের মধ্যে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে যাত্রীদের উপর বিরাট বোঝা না চাপিয়ে সামান্য ভাড়াবৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তবে বিরাট সংখ্যার লোকাল ট্রেনের যাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ভাড়া বা মান্থলি টিকিটে কোনও ভাড়া বাড়নো হচ্ছে না। রেলের মোট যাত্রীর মধ্যে এই লোকাল ট্রেনের যাত্রীই ৬৬ শতাংশ।

সিএএ'র প্রতিবাদ আন্দোলনে পূর্বোত্তর রেলের ক্ষতি ১০০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন বিভিন্ন অঞ্চলে ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সিএএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের তীব্র আন্দোলনের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শুধুমাত্র রেলের সম্পত্তি জ্বালানো, ভাঙচুর করার ফলেই যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা নয়, পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত জোন থেকে অন্যান্য জোনে চলাচলকারী বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেন ও মালবাহী ট্রেন বাতিলের জন্যও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নি সংযোগ, রেলওয়ে ট্র্যাক, লেভেল ক্রসিং গেট উপরে ফেলা বা ভেঙে ফেলা, যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিন সামগ্রীতে অগ্নিসংযোগের ফলে বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে। কাটিহার, লামডিং, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে খুনের দায়ে ধৃত স্ত্রীর বয়ানে গ্রেপ্তার মাংস বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন লুংথায়ছড়া এলাকার শ্রমিক মধু মিঞা খুনে গ্রেপ্তার হল আরেক অভিযুক্ত। গত ৭ ডিসেম্বর রাতে স্ত্রী তাসমিনার হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন স্বামী মধু মিঞা।

এই অভিযোগ জানিয়েছিলেন মধু মিঞার পরিবার। ৮ তারিখ সকালে মধু মিঞার ঘরের পেছন থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এদিনই তার স্ত্রী তাসমিনা আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ রিমাণ্ডে তার স্ত্রীর মুখ থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসতে থাকে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা গেছে, তাসমিনা আক্তারের সাথে বিশ্রামগঞ্জ বাজারের মাংস বিক্রেতা অজয় মজুমদারের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে।

এনিয়ে তাসমিনা আক্তার ও শ্রমিক মধু মিঞার সাথে পারিবারিক ঝামেলাও চলছিল। এবং তাসমিনা আক্তার ও অজয় মজুমদার মিলেই শ্রমিক মধু মিঞাকে খুন করেছে বলে জানতে পারে পুলিশ। এতদিন তার খোঁজ না মিললেও মঙ্গলবার সকালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক রাজ্য সহ তিন দফা দাবীতে

আইপিএফটির অনির্দিষ্টকালের গণঅবস্থান ৬ জানুয়ারী খুমুলুঙে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। সামনেই এডিসির নির্বাচন। পাহাড়ে অস্তিত্বের জানান দিতে এবং ভিত শক্ত করতে সেই পুরনো দাবী তিপ্রাল্যান্ডকে সামনে নিয়ে আন্দোলনমুখী হচ্ছে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি। আগামী ৬ জানুয়ারী থেকে এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুঙের কাছে দুকমালাই এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য গণঅবস্থান আন্দোলনে নামছে দল।

আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা জানিয়েছেন, এডিসি এলাকাকে পূর্ণ রাজ্য তথা পৃথক তিপ্রল্যান্ড গঠন করার দাবীতে এবং সেই সাথে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন যাতে রাজ্যে কার্যকর না হয় সেই দাবীতে ও রাজ্যে যাতে অবিলম্বে এনআরসি চালু করা হয় এই দাবীতে গণঅবস্থান আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। এই আন্দোলন চলবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। আইপিএফটির এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

ই-রিক্সা চলবে রাস্তায়, জানাল শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ১লা জানুয়ারী থেকে অবৈধ ই-রিক্সা রাস্তায় চলাচল করতে পারবে না বলে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে বিএমএস অনুমোদিত ই-রিক্সা শ্রমিক সংগঠন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের সাথে মঙ্গলবার সাক্ষাৎ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে যাতে এই প্রক্রিয়া ধীরে করা হয়। কারণ, এই মুহুর্তে রাজ্যের ডিলারদের কাছে এত সংখ্যক ই-রিক্সা মজুত নেই। তার কারণে ই-রিক্সা চালকরা নতুন করে ক্রয় করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাগত ২০২০

মঙ্গলবার আগরতলায় শিশু বিহার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজী নতুন বছর ২০২০ কে স্বাগত জানিয়েছে ভিন্ন আমেজে। ছবি নিজস্ব।

ওএনজিসিতে চাকুরী দেওয়ার নামে টাকা হাতিয়ে নিল প্রতারক চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। চাকরী দেওয়ার নামে প্রতারক চক্র ৭৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিল এক পরিবারের কাছ থেকে। ঘটনা রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ওএনজিসি এলাকায়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের টিকির নাগাল পায়নি পুলিশ। ওএনজিসিতে চাকরী পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিন প্রতারক পিঙ্কি চক্রবর্তী, অমিত গোস্বামী এবং মানিক সাহা। রজত দেবনাথের কাছ থেকে ৭৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। জানা যায় রজত দেবনাথ ওনজিসি সংলগ্ন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকে। অভিযুক্তরাও ভাড়া বাড়িতেই থাকে বলে জানিয়েছেন প্রতারিত রজন দেবনাথ ও তার পরিবারের লোকজনরা।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরী না পাওয়ায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় অভিযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধনবিলাস পঞ্চায়েতে ঘুঘুর বাসা কর্মসংস্কৃতি শিকেয়, ক্ষুব্ধ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে স্বচ্ছ প্রসাসন দেওয়ার জন্য যতই ঢোল পেটাচ্ছেন ততোই যেন সরকারি বিভিন্ন অফিসের নগ্ন চেহারা প্রকাশ পাচছে। এখনও রাজ্যের অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলিতে প্রায়ই সময়মতো সরকারি কর্মচারীরা আসেন না। এমনই এক ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

কৈলাসহরের চন্ডীপুর ব্লকের অধীনে ধনবিলাস গ্রাম পঞ্চায়েতে। দীর্ঘদিন ধরেই ধনবিলাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ মানুষের অভিযোগ, প্রায়ই পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকে এবং যেদিন কোলা হয় তাও নির্ধারিত সময়ে খোলা হয় না। যার ফলে গ্রামবাসীরা প্রশাসনিক কাজে এসে অফিস বন্ধ পেয়ে বিষন্ন মনে বাড়িতে ফিরে যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত অফিস দিলীপ দেবনাথ প্রায়ই পঞ্চায়েত অফিসে আসেন না এবং মাঝে মাঝে আসলেও একটু সময় থেকে বিডিও অফিসে কিংবা ব্যাঙ্কে কাজ আছে বলে চলে যান।

পঞ্চায়েত সচিব দিলীপ দেবনাথের সঙ্গে পঞ্চায়েতে দু'জন জিআরএস স্টাফ থাকলেও উনারাও সচিবের মতো পঞ্চায়েত অফিসে আসেন না। প্রায়ই পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সংবাদ প্রতিনিধিরা সাড়ে বারোটায় ধনবিলাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে দেখেন অফিস তালাবন্দি। অফিসে পঞ্চায়েত সচিব দিলীপ দেবনাথ সহ দু'জন জিআরএসও অফিসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া কলেজে টেন্ডার নিয়ে জারিজুরি নেই গোপনীয়তা, ক্ষোভে ফুসছেন দরদাতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। দুর্নীতির আতুঁর ঘরে পরিণত খাসিয়ামঙ্গলাস্থিত তেলিয়ামুড়া সরকারী মহাবিদ্যালয়টি। কলেজে টেন্ডার হবে, অথচ টেন্ডার বাক্স নেই। কলেজের একাংশ সরকারী কর্মীরা বলছে টেন্ডার বাক্স নেই। আর কলেজের এক বড় দিদিমণি জানালেন টেন্ডার বাক্স সেন্টারে আছে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডার দিতে হবে কলেজের রিসিভ সেকশনে। মূলত টেন্ডারের গোপনীয়তা বজায় থাকলনা।

কলেজের একাংশ কর্মীদের অভিযোগ কলেজের কাজকর্ম চলে কলেজ অধ্যক্ষের মর্জিমাফিকভাবে। গত সোমবার দিনেও এক টেন্ডারদাতা কলেজে যায় টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য। কিন্তু টেন্ডার বাক্স না পেয়ে রিসিভ সেকশানে জমা দেওয়ার জন্য বলেন কলেজের একাংশ কর্মীরা কলেজ অধ্যক্ষের নির্দেশমূলে। যা সম্পূর্ণ অবৈধ। নিয়মানুযায়ী টেন্ডার ড্রপ করার কথা টেন্ডার বাক্সে। আর টেন্ডার বাক্সটি স্টোরে থাকবে কেন। এই কলেজের এক কর্মচারীকে টেন্ডার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, কলেজ অধ্যক্ষ মৌখিকভাবে জানিয়েছে টেন্ডার রিসিভ সেকশানে জমা দেওয়ার জন্য। এমন হলে দরপত্রের গোপনীতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। অনেকটা কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া গেল অফিস কর্মীর কাছ থেকে।

অপরদিকে এই কলেজের এক দিদিমণিকে টেন্ডার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হতচকিয়ে গিয়ে জানান, টেন্ডার এক্সটেন করা হয়েছে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত। কলেজ অধ্যক্ষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ঘরেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা টমটম চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আত্মহত্যা করল এক ই-রিস্কা চালক। মৃত ব্যক্তির নাম দুলু সাহা। ঘটনা ধর্মনগর শিববাড়ি এলাকায়। মঙ্গলবার বাড়ির নিজ ঘর থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ। সময়ের সাথে সাথে ই রিস্কা চালকের জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে কেমন করে সংসার চলবে। দু'মুঠো অন্ন জুটবে তা ভেবে ব্যতিবস্ত্ত ই-রিক্সা চালক দুলু সাহা। এই অবসাদে শিববাড়ি নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন তিনি। দুলু সাহার স্ত্রী প্যারালাইসিস রোগী। ছেলে তার মাকে নিয়ে আগরতলা চিকিৎসার জন্য রয়েছে। বাড়িতে একাই ছিলেন দুলু সাহা। জানা গেছে সোমবার রাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ-টিএসআরের ড্রেস অ্যালাউন্স ও প্রফেসনাল কোর্সে পড়াশুনা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার গুচ্ছ সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলি জানাতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ধাঁচে রাজ্য সরকারও এখন থেকে রাজ্যের পুলিশ ও টি এস আর জওয়ানদের ড্রেস অ্যালাউনস সরাসরি তাদের একাউন্টে প্রদান করবে। তারা যাতে সময়মতো ইউনিফর্ম পেতে পারেন এবং সাজসবঞ্জামের রক্ষনাবেক্ষন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্যে বর্তমানে পুলিশ ও টি এস আর'র বিভিন্ন পদে মোট ২২,২০১ জন জওয়ান রয়েছেন। এরমধ্যে টি এস আর সুবেদার রয়েছেন ১৩১ জন, টি এস আর নায়েব সুবেদার রয়েছেন ৩৭০ জন, টি এস আর হাবিলদার/নায়েব রয়েছেন ৩,৭৪৭ জন, টি এস আর রাইফেলম্যান রয়েছেন ৮,৬৯৭ জন, পুলিশ ইনস্পেক্টর রয়েছেন ১২৪ জন, পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর রয়েছেন ৫৮১ জন এবং অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইনস্পেক্টর ও কনস্টেবল রয়েছেন ৮,৬০৪ জন। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে টি এস আর সুবেদারদের ড্রেস অ্যালাউনস প্রতিবছর ১০ হাজার টাকা, টি এস আর নায়েব সুবেদারদের ড্রেস অ্যালাউনস ১০ হাজার টাকা, টি এস আর হাবিলদার/নায়েবদের ড্রেস অ্যালাউনস ১০ হাজার টাকা, টি এস আর রাইফেলম্যানদের ড্রেস অ্যালাউনস ১০ হাজার টাকা, পুলিশ ইন্সপেক্টরদের ড্রেস অ্যালাউনস ৮,৫০০ টাকা, পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরদের ড্রেস অ্যালাউনস ৮,৫০০ টাকা এবং পুলিশ অ্যাসিসটেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলদের ড্রেস অ্যালাউনস ৭,৫০০ টাকা প্রতিবছর সরাসরি তাদের একাউন্টে প্রদান করা হবে। তাতে রাজ্য সরকারের বার্ষিক ব্যয় হবে ২০ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৮৪ ◘ ১ জানুয়ারি ২০২০ ইং ◘ ১৫ পৌষ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভাবনার আলোকে নববর্ষ

নববর্ষ, ইংরেজী ২০২০ সালের পথচলা শুরু আজ। পয়লা জানুয়ারী বিশ্বজুড়েই উন্মাদনা নববর্ষ বন্দনায়। নব নব চেতনায়, উপলব্ধিতে পয়লা জানুয়ারী যেন উজার করিয়া দিয়াছে মুক্তির লক্ষ্যে, বাঁচিবার আশায়। নববর্ষের উন্মাদনার মাঝেও উকি মারে বিগত বছরের অর্থাৎ ২০১৯ এর পাওয়া না পাওয়ার দিনগুলি। ২০১৯ এক কথায় ঘটনা বহুল। ভারতের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচনায় টেনে আনিবার প্রয়াস থাকিবে। বিগত বছর উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে রহিয়াছে ৩৭০ ধারা বিলোপ ও জম্মু- কাশ্মীরে দুটি কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্যে রূপান্তরীত করা। দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এক বিরাট ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই বছরেই এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়া অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেশের ইতিহাসে এক কঠিন সময় আনিয়া দিয়াছে বলা যাইতে পারে। বিগত বছরে দেশের আর্থিক সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ইত্যাদির কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস দেখা দিয়াছে। এতবড় সংকট সাম্প্রতিক কালে তেমন দেখা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সব্জির আকাল এবং পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি অতীতের সব রেকর্ডকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। বিগত বছরে কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বছরই জম্মুকাশ্মীরে বালাকোটে জঙ্গী হানায় ৪০ জওয়ানের শহীদ হওয়ার ঘটনা ঘিরিয়া ভারত পাক উত্তেজনা চরমে উঠিয়াছিল। বিগত বছর আশা নিরাশায় কাটিলেও নতুন বছরের প্রত্যাশাও শূন্যের ঝুলিতে, এমন মনে হইতেছে।

মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা দিয়াই ইংরেজী নববর্ষের যাত্রা শুরু হইতেছে। ১লা জানুয়ারী মধ্যরাত হইতেই বাড়িতেছে রেল ভাড়া। রেলের বর্দ্ধিত সূচি দেশজুড়িয়া বিরূপ প্রভাব পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমনিতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম আকাশ ছোঁয়া। এই অবস্থায়, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি তো সোনায় সোহাগা। আসলে, দেশ এক কঠিন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এমনিতেই রেলের বেসরকারীনের দিকে আগাইতেছে মোদি সরকার। এর মধ্যে কোনও কোনও রেল পরিষেবা বেসরকারী হাতে তুলিয়া দিয়াছে কেন্দ্রে। ধারণা করা হইতেছে রেল পরিষেবা ভবিষ্যতে বেসরকারী হাতেই তুলিয়া দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে বহু সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাকে বেসরকারী হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিগত বছর দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি থমকাইয়া গিয়াছে। তাহা সামাল দিতে বিভিন্ন সংস্থাকে বেসরকারী তুলিয়া দিবার নেশায় বুঁদ হইয়া আছে মোদি সরকার। ভারতের বৈদেশিক নীতিও অনেক ক্ষেত্রেই বিরূপ প্রভাব আনিতেছে। এনআরসির দৌলতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বে চিড় ধরিতে পারে। চীন তো হাসিনার সামনে হাত বাড়াইয়াই রাখিয়াছে। আমেরিকা সেখানে খাঁটি গাড়িতে সচেষ্ট। দেশের সামনে বড় সমস্যাগুলির মধ্যে রহিয়াছে এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। অবিজেপি সব রাজ্যই কার্য্যত এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। বাংলা এই আন্দোলন অগ্রণী হইয়া আছে। এনআরসি ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশে আন্দোলন করিতে গিয়া মালদার পাঁচ যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদের আইনী সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছে। এই ঘটনাও একরকম নজীর বিহীন বলা যাইতে পারে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ২০১৯ ছিল ঘটনাবহুল বছর। একটি বছর ইতিহাসের বুকে ঠাঁই নিল। আশা আশংকায় শুরু হইল নতুন বছরের।

২০২০ নতুন বছর যে বিশ্বজুড়িয়া যে সুখের বার্তা আনিছে এমন বলা যাইতেছে না। আগামী বছর ভারতবর্ষের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। যে অর্থনৈতিক সংকট আষ্টে পৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে তাহার হাত হইতে সহসা মুক্তি হইবে এমন বলিবার সুযোগ নাই। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতও আজ আবার গণতন্ত্রের কঠিন পরীক্ষার মুখে দাঁড়াইয়া আছে। অতীতে আরও বড় বড় সংকট গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু, তাহা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছে ভারত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বছরেই বিজেপির চরম উত্থান দেখা গিয়াছে, আবার নিম্নমুখীনতা, একের পর এক রাজ্য হাতছাড়ার ঘটনা এই বিগত বছরেই ঘটিয়াছে। প্রায় আন্তসারশূণ্য বিরোধী দলগুলি যে কিছুটি শক্তি আহরণ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে ফেলিয়া আসা বছরেই। সোজা কথায়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় অধোগতি যেমন দেখা গিয়াছে তেমনি তাহা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। নতুন বছরে সমস্ত ব্যর্থতার দিকগুলিকে চিহ্নিত করিয়া নতুন প্রাণের স্পর্শে উজ্জীবিত করিতে হইবে। ইহাই হইতে পারে নববর্ষ বরণের সার্থকতা।

বছরের শেষ দিনে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে ব্যাপক রদবদল করল নবান্ন

কলকাতা,৩১ ডিসেম্বর (হি.স): বছরের শেষ দিনে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল করল নবান্ন। বদলি করা হল ৫৮ জন আইপিএস অফিসারকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই বদলির তালিকায় সই করেছে রাজ্য পুলিশের আইজিপি,পারসোন্যাল, হরিকৃষ্ণ কুসুমাকার।

সেই সঙ্গে আজই শুরু হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগেরও প্রাথমিক প্রস্তুতি। মুর্শিদাবাদ জেলাকে দু'টি পুলিশ জেলায় ভাগ করে নিয়োগ করা হল দু'জন পুলিশ সুপারকে। মুর্শিদাবাদ জেলাকে মুর্শিদাবাদ সদর এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলাতে ভাগ করে দু'টি পুলিশ সুপারের পদ তৈরি করা হল। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার দায়িত্ব পেলেন অভিষেক গুপ্ত এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার দায়িত্ব পেলেন অজিত সিংহ যাদব। তবে তাঁদের উপরে থাকবেন মুকেশ কুমার। তিনি বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার। তিনি পদোন্নতি পেলেন এবং ডিআইজি হিসাবে ওই নতুন দুই জেলারই তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

বছরের শেষ দিনে রাজ্যের ৫৮ জন আইপিএসের পদোন্নতি এবং বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্ন থেকে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সদর পদে এলেন শুভঙ্কর সিনহা সরকার। তাঁর জায়গায় যুগ্ম কমিশনার এসটিএফের দায়িত্ব নেবেন পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভি সলোমন নিশাকুমার। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান এবং বর্তমানে আর্মড পুলিশের যুগ্ম কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী পেলেন ডিআইজি, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের দায়িত্ব। বদল হল আইজি দক্ষিণবঙ্গ পদেও। সঞ্জয় সিংহের জায়গায় আইজি দক্ষিণবঙ্গের দায়িত্ব সামলাবেন রাজীব মিশ্র। তিনি ছিলেন আইজি,পশ্চিমাঞ্চল।

কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক এবং বিভিন্ন ডিভিশনেও পরিবর্তন করা হল। ডিসি ট্রাফিক সন্তোষ পাণ্ডে পদোন্নতি পেয়ে হলেন যুগ্ম কমিশনার। তবে তিনিই থাকবেন কলকাতার ট্রাফিকের দায়িত্বে। তাঁর অধীনে ডিসি ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করবেন রূপেশ কুমার। তিনি কলকাতার পূর্ব ডিভিশনের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন গৌরব লাল। কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব ডিভিশনের উপনগরপাল অজয় প্রসাদকে ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেখানকার ডিসি দেবস্মিতা দাস দক্ষিণ পূর্ব ডিভিশনে বদলি হলেন। ডিসি নর্থের দায়িত্ব পাচ্ছেন কলকাতা পুলিশের ডিসি ওয়্যারলেস জয়িতা বোস।

ক্রমাগত বাড়তে থাকা সাইবার অপরাধের জন্য সিআইডিতে তৈরি করা হল নতুন পদ ডিআইজি,সাইবার ক্রাইম। সেই পদের দায়িত্ব পেলেন মিতেশ জৈন। মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি বাস্তব বৈদ্য পদোন্নতি পেয়ে হলেন আইজি সিআইডি। বুধবার বছরের প্রথম দিন সবাইকে নতুন পদের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতেই কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে একপ্রস্থ রদবদল করা হয়। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেছে , ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার থেকে সরিয়ে তাঁকে ওই কলকাতা পুলিশেরই সিনিয়র ও স্পেশাল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরও দুই পুলিশ কর্তা অজয় মুকুন্দ রানাডে ও আর শিবকুমারকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের স্পেশাল অ্যাডিশনাল সিপি ১ হলেন জাভেদ শামিম। কলকাতা পুলিশের অ্যাডিশনাল সিপি ২ হলেন অজয় মুকুন্দ রানাডে। তাকে অতিরিক্ত কিছু দ্বায়িত্ব দেওয়া হল। আইজিপি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হলেন ডঃ আর শিবকুমার।

কেমন আছি-ভাবনায় নতুন বছর

হরিগোলক দেবনাথ

আমরা ত্রিপুরায় থাকি। ত্রিপুরা আমাদের প্রিয় বাসভূমি। সাহিত্য-প্রেমীরা ত্রিপুরাকে "প্রকৃতির লীলাভূমি" ও কেউ কেউ বলে থাকেন। কবিরা একে অতীব স্নেহভরে বলে থাকেন 'রূপসী ত্রিপুরা'। আসলে প্রকৃতির লীলাভূমি বা রূপসী ত্রিপুরা ত্রিপুরাকে বললে খুব যে একটা বেশি বাড়িয়ে বলা হয় তা' কিন্তু নয়। যারা প্রকৃতিকে আদতেই ভালবাসতে পারছেন তারাই কেবল বুঝতে পারবেন ত্রিপুরার নৈশর্গিক সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা আমার এখানে প্রতিপাদ্য নয় বলেই আমি ওই দিকটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কথায় আসতে চাইছি। আমি বলতে চাইছি, আমাদের বর্তমান জীবন ধারায় বর্তমান রাজের বাসিন্দারা আমরা কেমন আছি সে সম্পর্কে দু-চার কথা তুলে ধরতে।

আমি এখানে প্রথমেই বলব, বিগত বাম-জমানার 'জহুরী স্বর্ণ যুগের' ঘোষকদের কথা বাম জামানার শেষধাপে এসে বলতে গেলে ভরা তরী ডুবে যাবার মাত্র কিছু সময় আগে থেকে তথাকথিত সমাতন্ত্রী বিপ্লবীরা বর্হিত্রিপুরার কোন এক রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারের কাজে গিয়ে খুব ফলাও করেই বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় গিয় দেখুন সেখানে স্বর্ণযুগ চলছে। শুনে তো সত্যিই আমরা অনেকেই একেবারে থ বনে গিয়েছিলুম। যাক, সেই স্বর্ণযুগের সোনার তরী একেবারে বার দরিয়ায় এমন ভাবেই ডুবল যে এখন আর তার মাস্তলটি দেখবার জো নেই।

তবে প্রশ্ন হল, সেই স্বর্ণযুগ শেষ হল কীভাবে। এর চাক্ষুষ কারণ হিসেবে অনেকেই হয়তো দেখাতে---চাইবেন, বর্তমানের হীরকযুগের সত্তদার গরদের কথা, যার চলো পালটাই বলে শ্লোগান শুনিয়ে সোনার তরী ডুবিয়েই ছাড়লেন। তাহলে কি স্বর্ণ যুগের সমাপ্তি আর বর্তমানের এই হীরকযুগের শুরুর সমূহ কৃতিত্ব ওই হীরক বনিক কুলের? মনে হয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেকেই মুষড়ে পড়বেন। কারণ হীরকযুগের সূচনাক বিয়ের রাতের সানাই যে রাগিনীতে বেজে চলেছিল, এখন সুর অনেকটাই বেসুরো ও সেই রাগিনীও বেশ পরিমাণে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে অধিকাংশ রাজ্যবাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে বলে মনে হচ্ছে। তাই, আজকাল দেখছি রাজ্যবাসীদের কি সমতলবাসী ও কি পাহাড়বাসী, সবাকার কপালে কিঞ্চিৎ বলি রেখা জাগিয়েছে, মুখ মণ্ডলে ঠেংটের কোনে হাসির ধিলিকটা ক্রমে ম্লান হচ্ছে বা মিলিয়ে যাচ্ছে। অনেককেই আবার বেশ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, বিরক্ত হয়েছেন বলেও প্রতিভাত হচ্ছে। কোন কোন অঞ্চলের কিছু লোককে জাতি উপজাতি নির্বিশেষে আতংকিত বা আশংকিত অবস্থায় দিবস ও রাত কাটাচ্ছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। এতসব মিলিয়ে আমরা সবাই রাজ্যবাসী একত্রে কেমন আছি বলতে গেলে স্বতস্ফূর্তভাবে বেশভাল আছি না বলে আছি ভালই বা তগচ্ছি বেশ শুনতে পাওয়া যাবে বলে খুব একটা ভরসা কুড়োতে পাচ্ছিনা। কিন্তু, কেন এমন হল, এর উত্তরটা জানতে যারা উদ্গ্রীব তাদের একজন হয়েই আমি আপনাদের সামনে মুখ খুলছি।

এখানে প্রথমেই আমি সকলের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি এই বলে কে, আমি চাইব আলোচনা যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হয় আর এর পঠন বা শ্রুতিশেষে বিশ্লেষণ ও কেন তদনুরূপই হয়। কারণ প্রকৃত সত্যানুসন্ধানে পক্ষপাত দুষ্ট-দৃষ্টি বা পাশ-ঘেঁষা চিন্তাধারা নিয়ে এগুলে আর যা-ই হোক প্রকত সত্য উদঘাটন করা দুরূহ বা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আমার সকলেই জানি, আমাদের ত্রিপুরা বর্তমান ভারত যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্ষুদে পাহাড়ি প্রত্যন্ত রাজ্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্য হিসেবে যোগদানের পরও প্রায় সাতটে দশক অতিক্রান্ত হল, রাজ্যটির উত্তর প্রান্তে থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত রেলযোগে যুক্ত হতে। এর পূর্বে মোটর যানে যুক্ত হয়ে থাকলেও রাজ্যে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এমন অনেকই রয়ে গেছে, যে সব স্থানে অদ্যাবধি রাস্তা ঘাট নির্মন তথা যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি। পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় পাহাড় চুয়ানো জল বা ছড়া পথে ঝির ঝিরে গতিতে বয়ে আসা নোংরা জলই এলাকাবাসীর পানীয় জলের একমাত্র উৎস। পাহাড়ে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনও বিদ্যুতের আলো , চিকিৎসার জন্যে অধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, আধুনিক হাট বাজার ইত্যাদির অস্তিত্ব নেই। এমন প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে যেখানে পনেরো কিমি হেঁটে রেশনের জিনিস নিতে হয় পাহাড়বাসী বাসিন্দদের। এসব জায়গার জনজাতির অধিকাংশ জুমিয়া আর জুমচাষও বর্তমানে অলাভজনকে। ফলে তাদের নিত্যসঙ্গী খাদ্যভাব, দুঃখ-দুর্দশা, কারোর বা পরনের বস্ত্রাভাব, শীতবস্ত্রের অভাব, বর্ষায় মাথা গাঁজার মতো ঠাঁইয়েরও অভাব। বলতে শোনা যেতে পারে যে জন্ম থেকেই যারা এ পরিস্থিতির শিকার তাদের আবার দুঃখ বোধ জাগে কেন কেনই বা ওরা দৈন্য পীড়িত হবে। ভেবে দেখুন, প্রশ্ন করাটা এখানে অতি সহজ, কিন্তু উত্তর পাওয়াটা যথেষ্টা কষ্টকর। বস্তত,এক শ্রেণীর লোকদেরই চিরকাল বঞ্চিত থাকতে হয়, হতাশায় ও অভাবে ভুগতে হয়। তারাই চিরকাল, শোষিত, প্রতারিত ও অবদামিত। আর এই শ্রেণির লোকদের কোন জাতভেদ বা জাতি বিচার বলে না। পাহাড়বাসী বা সমতলবাসী বলে এদের বিভাজন করা যায় না এরা সমাজের শ্রেণি বৈষম্যের প্রোজ্জল দৃষ্টান্ত। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ বা সাম্যবাদ, গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদ কোন ইজমেই এদের দুর্দশা ঘুচাবার কথা কেউই বলে না।

তবে হ্যাঁ, এভাবেই ওদের যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। সুবিধাবাদের ও ভোট শিকারের রাজনীতিতে এ শ্রেণির জন্যগণই প্রকৃত মূলধন। তাই, ক্ষমতা দখল করতে,ক্ষমতা ধরে রাখতে এরাই সম্বল। তাই, সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা চান, এরা বেঁচে থাক চিরকাল। শোভন হৃদয় পাঠকবর্গ, ভেবে দেখুন, ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত কংগ্রেসী আমলে, বাম আমলে, জোট জমানায় ও বর্তমানের রাম যুগে যুগে গুগে শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু নিরীহও শোষিত ও আবদমিত গনদেবতাদের ভাগ্য পালটায় নি। এই পালটায়নির দউলতেই বর্তমানের রাম জামানার হর্তা কর্তাদের নেতাগিরি চলছে, বাহাদুরিও চলছে মজবুত ভাবে। ভেবে দেখুন বছরের দু'কোটি চাকরি দেওয়া হবে ভারতে-এর ছিটে ফোঁটাও তো পড়তে এ রাজ্যে। টাকার নোট বাতিল করে কালো টাকা উদ্ধার হবে ও মাথাপিছু পনের লাখ করে বিলানো হবে। ত্রিপুরায় মিস কলে চাকরি হবে। কর্মচারীদের ৭ম পে কমিশনের প্রাপ্য ও কেন্দ্রীয় হারে বেতনভাতা দেয়া হবে। সারা দেশে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরানো হবে। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটানো হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মকুট কোনখাতে পালটানো হয়েছে বা কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছে, একবার হিসেবটা মিলিয়ে নেন না, তবেই পরিস্কার হবে চিত্রটা যে আমরা কেমন আছি।

তদুপরি আরেকটা দিক। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিগত কং আমলে রাজ্যে শাসকদলীয় মস্তান বা ক্যাডার গুণ্ডাদের দাপটে মানুষ অস্থির ছিলেন। পরবর্তী বাম আমলে সেই দাপট বেড়ে গিয়েছিল শুধু নয়। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উগ্রপন্থীর খুন, গৃহদাহ, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, নারী-ধর্ষণ, সীমান্ত অঞ্চলে ঘরচুরি ও গরু চুরি, নারী পাচার, শিশুধর্ষণ , নারী ধর্ষণ ইত্যাদি আর বর্তমানে বামের ব-তে শূন্য লাগিয়ে রামের র এল। সঙ্গে আরও এল পেঁয়াজ, আলু, ঔষধ, তেল, ডাল, চিনি, পেট্রোল,ডিজেল, রান্নার গ্যাসে মূল্য বৃদ্ধি লাগামহীনভাবে যেন রাজ্যে কোন সরকার বা প্রশাসনই নেই। আরও এল, জনজীবনে গণতান্ত্রের দোহাই পেড়ে দলীয় ক্যাডারদের যছেষ্ট স্বৈরাচার। এল শাসক বর্গের চাপানো এন, আর, সি, সি-এ -এ এন, পি, আর, জিএসটি ইত্যাদি। ফলে,গরিবের রাতের ঘুমও টুটে গেছে। যদি সুবিধাবাদীদের নাকি ব্যবসা পাওর খুব জাঁকিয়ে জমেছে।

পরিশেষে বলছি, সব কথা লিখে শেষ করা যায় না, লিখে সবটা বোঝানোও যায় না। তাই অনুরোধ রাখব, প্রত্যেকেই ভাবুন না, সব মিলিয়ে আমরা কেমন আছি।

বিজেপি কোণঠাসা, সুযোগ নিতে পারছেন না বিরোধীরা

অপূর্ব দাস

ঝাড়খণ্ডে রাজনৈতিক পালাবদল হল। আবারও একটি রাজ্যে বিজেপিকে। ভোটের আসরে ভাটার টানে গেরুয়া সংকুচিত হয়ে পড়েছে দিকে দিকে। মোদির ক্যারিশমা দিয়ে বিধানসভা ভোটে বাজিমাত করতে পারছে না বিজেপি। বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে একে একে। ২০১৭-তে দেশের ৭০ শতাংশ এলাকা গেরুয়া দখলে থাকলেও কমতে কমতে তা ৩৫ শতাংশ নেমে এসেছে। ডেটা অনুযায়ী এক বছর আগেও শরিকদের সঙ্গে কিংবা একা দেশের ৬৯ শতাংশ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব থাকলেও এখন তা নেমে এসেছে ৪৩ শতাংশে। জনপ্রিয়তা হ্রাসের ফলে পাঞ্জাব, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড নির্বাচন ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। ব্যতিক্রম উত্তরপ্রদেশ। এই রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় ছিল না। সেই জন্য হয়ত মানুষ গেরুয়া দলকে বেছে নেয়। অন্য রাজ্যগুলোতে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার আবেদন জানিয়ে মানুষেরসাড়া পায়নি বিজেপি, যদিও এপ্রিল মে তে লোকসভা ভোটে মোদিকে ঢেলে ভোট দিতে কার্পণ্য করেনি কেউ। গত দু'তিন বছরে দেখা যাচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন আর লোকসভা ভোট একরকমের হচ্ছে না। হওয়ার কথা নয়।

ঝড়খণ্ডে পাঁচ বছর আগে আজসুর সঙ্গে জোট বেঁধে প্রথম একজন অ-আদিবাসী রঘুরর দাসকে মুখ্যন্ত্রী করে বিজেপি। উদ্দেশ্য ছিল সমানভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ ছড়িয়ে দেবে সর্বস্তরে। আদিবাসী আন্দোলনের জেরে যে রাজ্যের জন্ম সেখানে রঘুবরকে বেছে নেওয়ায় আদিবাসীদের কাছে ভুল বার্তা যায়, তাদেরকাছে বিজেপির অপ্রিয় হয়ে ওঠাণ অন্যতম প্রধান কারণ ও এটা। এছাড়া গরু নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ধর্মান্তরকরণ নিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়েণ ওপর গেরুয়া বাহিনীর অত্যাচার বন্ধে সরকারের নিস্পৃহতা গেরুয়া বিরূপতা জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে। এর ওপর যোগ হয় জোট সরকারের মধ্যে শরিক বিবাদ। বিজেপি তার পুরনো শরিক অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আজসু) পার্টির সঙ্গে মুই বড় না তুই বড় করে সমঝোতায় না গিয়ে পরস্পরের বাড়া ভাতে ছাই ঢেলেছে। একইভাবে যেমন বিজেপি'কে খেসারত দিতে হয়েছে মহারাষ্ট্রে, যদিও তা ঘটেছে ভোটপরবর্তী ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে, ৩০ বছরের শরিক শিবসেনার দাবি অগ্রাহ্য করে। ঝাড়খণ্ডে এবারের ভোটে আজসু ও বিজেপির সম্মিলিত ভোটের হার ৩৬.২ শতাংশ হলেও ঝুলিতে এসেছে ২৫টি। কংগ্রেস-জেএমএম জোটের ভোটের হার ৩৬.৬ শতাংশ হলেও ঝুলিতে এসেছে ২৫টি। কংগ্রেস -জেএম জোটের ভোটের হার ৩৬.৬ শতাংশ হলেও আসন সমঝোতা করে ৮১ আসনের মদ্যে ৫০টি পেয়ে বাজিমাত করেছে। অথচ কংগ্রেসের উঠে দাঁড়ানোর শক্তি না থাকলেও স্থানীয় দল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে সমঝোতা করে এবং দুর্দিনের সাথী লালুপ্রসাদ যাগবের আরজেডিকে পাশে টেনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। তা ডিভিডেন্ড ও ঘরে তুলেছে।

বিভিন্ন রাজ্যে একসময় শাসক হিসাবে বিজেইপ সরকার সম্পর্কে অন্যরকমের একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। অনেকের কাছে অন্য দলের থেকে বিজেরি দল হিসাবে ভিন্ন, দুর্নীতি বা কাজের দিক থেকে অনেক পরিচ্ছন্ন, দক্ষ প্রশাসন উপহার দিতে সক্ষম বলে ধারণা তৈরি হয়। ইদানিং সেই ধারণায় চিড় ধরতে শুরু করেছে। অকারণ সাম্প্রদায়িকতা বা ভিবেদপন্থী ইস্যু টেনে আনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ঢিলেমি, দলের পছন্দ অপছন্দ মানুষের ওপর জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া, রুজিরোজগারের ব্যবস্থার দিকে যথেষ্ট ধ্যান না দেওয়ার মতো বিষয় মানুষের মনে বাসা বাঁধছে। এসব কারণেই ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসের জনপ্রিয়তা হ্রাস। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি প্রকল্প রূপায়ণ সহ না সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি অন্তত তিন চার জনকে টিকিট পাইয়ে দেন যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। একবারতো তিনি প্রকাশ্যে বলেন, ঝাড়খণ্ড একদিন আদিবাসী-মুক্ত রাজ্য হবে। ঝাড়খণ্ডে গত দু'বছরে ২০ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ১১ জন মুসলিম। দু'জন আদিবাসী খ্রিস্টানকে গরুর মাংস খাওয়া বা নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পিটিয়ে মারা হয়েছে। এছাড়া পাঁচজন হিন্দুকে ছেলেধরা সন্দেহে একইভাবে মারা হয়। এ নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব উচ্চবাচ্য করেনি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও ঝাড়খণ্ডে সংরক্ষিত আসনে বিজেপির ভোট কমে এসেছে ২০ শতাংশ। নতুন নাগরিকত্ব আইনের প্রভাব রাজ্যের ভোটে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি বোঝাই গেছে। সিএএ লাগুর পর শেষ দু'দফায় ভোট হলেও তেমন কোনও রেখাপাত করেনি। বিজেপি যে মেরুকরণের চেষ্টা করেছিল তাও ব্যর্থ হয়ে যায়। সরকার আদিবাসী এলাকায় জমি ব্যাঙ্ক গড়ার যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটাও ভালভাবে নেয়নি জনগণ। ঝাড়খণ্ডে তিন কোটি জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ আদিবাসী। আদিবাসীদের স্বার্থে ২০০০ সালে শিবু সোরেনের নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার আন্দোলনের জেরেই পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি পায় ঝাড়খণ্ড। শিবুর ছেলে হেমন্ত নতুন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বাবার চায়ার বাইরে এসে। তবে তাঁর সক্ষমতা, ভাবমূর্তি নিয়েও বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে মানুষের মধ্যে। গোড়ার দিকে কেউই ভাবেননি তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে পারে। শাসক দলের ঔদ্ধত্য ও মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আজসুর গোঁ, স্থানীয় ভিত্তিক ইস্যু ইত্যাদি প্রশ্নে মানুষ নিজেদের ভালমন্দের বিচারের নিরিখে যে ভোট দিয়েছেন, তাতেও ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হওয়ার আভাস ছিল বুথফেরত সমীক্ষায়। হেমন্তর কাছে এই কুর্সিত বসা অনেকটা জ্যাকপট জেতার মতো।

নির্দ্বিধায় বলা যেতেই পারে, বছরের মধ্যভাগে বিজেপিকেঘিরে আলোর দীপ্তি আর বছর শেষে পড়ন্ত শোভা। মে মাসে দেশজুড়ে গেরুয়া ঢেউয়ে উত্তাল। শেষভাগে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে হার ধাক্কা। ২০১৪-তে কিন্তু ছবিটা ছিল পুরোভাগে। বিধানসভা নির্বাচনে জিততে হলে যেগুলো গুরুত্ব পায় তা হল নির্বাচনী প্রস্তুতি সরকারের পরিচালনা দক্ষতা ও ভূমিকা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও জনপ্রিয়তা। এই চার ক্ষেত্রে নম্বর কম থাকলেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবে বিজেপি জোট না করায় ধাক্কা খেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভোট শেয়ার বৃহত্তম দল তারাই এমনকী প্রতিপক্ষ জোটের সম্মিলিত ভোটের প্রায় সমান। পুরনো শরিকদ্বয়ের ভোট ভাগ্যভাগির জেরে আসনের হিসাবে বাজি জিতেছে প্রতিপক্ষ রাজ্যস্তরে বিজেপি এখনও পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ানোর জায়গায় নেই। হ্যায়া মোরগের ভাবগতিক দেখে বোঝা যাচ্ছে বোটারদের কাছে টানতে পারছে না বিজেপি। আগামী বছরে ভোট দিল্লি ও বিহারে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দিল্লি বিধানসভায় শাসক দল আমআদামি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেউরিওয়ালের কপালে দ্বিতীয় হানিমুনের দিকে পাল্লা ঝুঁকে, তবে সামগ্রিক চিত্রটা এখন ও অস্পষ্ট। বিহারেও নীতীশ কুমার বিজেপিকে বাড়ার সুযোগ দেননি এবং ভবিষ্যতেও বাড়তি সুবিধাও দেবেন না ধরেই নেওয়া যায়। জেডিইউ সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে, অবস্থা বেগতি দেখলে এনডিএ জোট ছেড়ে দিতে এক সেকেন্ড সময় লাগবে না তাদের। অবশ্য একথা যে বিজেপি নেতৃত্বের ও অজানা নয়, দৃশ্যতই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলেছে।

বিজেপির ওপর এক শ্রেণির মানুষের আস্থা কমার কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন, বিজেপির চেয়ে অবিজেপি রাজ্য সরকারগুলো ভাল চালাচ্ছে। তাই কোনও দলের দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শর্ত হল গুড গর্ভন্যান্স বা সুদক্ষ প্রশাসন উপহার দেওয়া। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক ব্যর্থতা মন্দ থেকে মন্দতর হয়েছে। ততোদিখ বেড়েছে প্রচারের চমক ও দমনমূলক নীতি। দুই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মন্দা কাটিয়ে উঠতে না পারা ও কর্মসংস্থানের পরিসর চাঙা করার ক্ষেত্রে মোদির অপারগতা দলের বিপর্যয়ের একটা কারণে হতে পারে। যদিও গত ছয় মাসে বিজেপি সরকার সংবিধানের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করে সাহসী পদক্ষেপপ নিয়েছে। যে সাহাস এর আগে ইন্দিরা বা রাজীব গান্ধি দেখাতে পারেননি। সংসদে তাঁদের ধিপুল গরিষ্ঠাতা থাকা সত্ত্বেও। দেশের ভোটারদের মধ্যে বিজেপি প্রভাব এখনও অটুট এবং তারা দলের সদস্য বাড়িয়ে সমর্থনের ভিত্তি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে অনেকটাই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এনএসএসের একটি শিবিরের উদ্বোধন হয় মঙ্গলবার আগরতলায়। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিম বর্ধমানে নতুন বোর্ড গঠনের পর ভাতা অমিল পঞ্চায়েত সদস্যদের

দুর্গাপুর, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.): নির্বাচন হয়েছে। নানান অভিযোগের পরও গঠন হয়েছে নতুন পঞ্চায়েত বোর্ড। দেড় বছর পরও এখনও জোটেনি পঞ্চায়েত সদস্যদের সাম্মানিক। আর সাম্মানিক না মেলায় চাপা ক্ষোভে ফুঁসছে সদস্যরা। তবে নতুন বছরে কিছুটা হলেও বকেয়া ভাতা মিলতে পারে পঞ্চায়েত সদস্যদের। এমনটাই আশার বানী শুনিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে বর্ধমান জেলা ভাগ হয়ে রাজ্যের ২৩ তম জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে পশ্চিম বর্ধমান। নতুন জেলার দুটি মহকুমা আসানসোল ও দুর্গাপুর। মহকুমায় মোট ৮ টি ব্লক রয়েছে। আসানসোলে বারাবনী, সালানপুর, রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া। এছাড়াও দুর্গাপুরে দুর্গাপুর-ফরিদপুর, অণ্ডাল, কাঁকসা এবং পাণ্ডবেশ্বর ব্লক রয়েছে। এই ৮ টি ব্লকের ৬২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। পঞ্চায়েতর ৬২ টি প্রধান সহ ৮৩৩ জন সদস্য রয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পরে ওই বছর সেপ্টেম্বরে পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হয়। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ সদস্যদের সামান্য পরিমান মাসিক ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। যদিও পূর্বতন বোর্ডের তুলনায় ভাতা হিসেবে পাওয়া টাকার অঙ্কও প্রায় এক হাজার টাকা চলতি বছরে রাজ্য সরকার বাড়িয়েছে। মাসিক ওই ভাতা বোর্ড গঠনের পর থেকে এখনও মেলেনি বলে অভিযোগ। কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের সদস্য আলপনা মল্লিক জানান,' বাসে পঞ্চায়েত অফিসে যাতায়াত করতে হয়। তারজন্য কিছু খরচ হয়। তাছাড়াও সদস্যতার কাজেও কিছু খরচ হয়। সাম্মানিক নিয়মিত পাওয়া গেলে, ওইসব খরচ চালানো সুরাহা হবে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের শেষে সাম্মানিক ভাতা অনুমোদন হয়েছে। ওই টাকা ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে ব্লক স্তরে। নতুন বছরে সাম্মানিক ভাতা হাতে পেতে চলছে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ সদস্যরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সমীর বিশ্বাস বলেন,' মাস কয়েক আগে জেলার একটি মিটিংয়ে পঞ্চায়েত সদস্যদের বকেয়া সাম্মানিকের বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম। আশা করছি নতুন বছরে কয়েকমাসের সাম্মানিক পেয়ে যাবে নতুন সদস্যরা।' কাঁকসা মলানদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পীযুষ মুখোপাধ্যায় বলেন,' বোর্ড গঠনের পরে নতুন বছরে প্রথম সাম্মানিক ভাতা হাতে পাবো। আমাদের পরিবারের চাষবাস রয়েছে। তাই সাম্মানিক ভাতা না পাওয়ায় কোনও অসুবিধে হয়নি। আমার ইচ্ছে প্রথমবার মোটা অংশের সাম্মানিক ভাতা হাতে পাওয়ার পর এলাকার দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ করব।' পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠী বলেন, 'জেলাভাগ হলেও বেশ কিছু কাজ এখনও পূর্ব বর্ধমান জেলাতে রয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই সবাই সাম্মানিক ভাতা পেয়ে যাবেন।'

বীরপাড়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি

বীরপাড়া, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার রামঝোরা চা বাগান এলাকার লঙ্কাপাড়া রোডে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত ব্যক্তি বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত করছে বীরপাড়া থানার পুলিশ।

এদিন বিকেলে ডলোমাইট বোঝাই একটি ডাম্পার পাগলি ভুটান থেকে বীরপাড়া যাচ্ছিল। সেই সময় লঙ্কাপাড়া রোডে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি। দুর্ঘটনায় ডাম্পার চালকের সহযোগী আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শীতের আমেজ গায়ে মেখেই আসছে নতুন বছর

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স) : শীতের আমেজ গায়ে মেখেই আসছে নতুন বছর। শীতে কাঁপছে গোটা কলকাতা শহর । গোটা রাজ্যেরই একই হাল । কাঁপানো শীতকে সঙ্গে নিয়েই নতুন বছরে পা রাখতে চলেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, জাঁকিয়ে শীতেই বর্ষবরণ। তাপমাত্রা বাড়লেও স্বাভাবিকের নীচে থাকবে পারদ ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশকুমার দাস জানান, মঙ্গলবার, বছরের শেষ দিনে কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা থাকবে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। বুধবার বছরের প্রথম দিন নববর্ষে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ১২ থেকে ১৩ ডিগ্রির কাছেপিঠে।

শৈত্যপ্রবাহ না হলেও কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে জমাটি ঠান্ডা রয়েছে। পুরুলিয়া ও বীরভূম 'শীতল দিন' অর্থাৎ রাতের তাপমাত্রার পাশাপাশি দিনের তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের থেকে অন্তত পাঁচ ডিগ্রি নীচে। তরাই, ডুয়ার্সেও শীতের দাপট মালুম হচ্ছে। এদিন জলপাইগুড়িতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি। যা গত এক দশকে সব চেয়ে কম। এই দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি। সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন ১১ দশমিক ৪ ডিগ্রি।

আবহবিদেরা জানান, বুধবার থেকে আকাশ ফের মেঘলা হতে পারে। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কম রয়েছে। তার উপরে মেঘলা হলে দিনেও তাপমাত্রা কমবে। সব মিলিয়ে শীতের অনুভূতি জাঁকিয়ে উপভোগ করা যাবে। নতুন বছরের প্রথম তিনদিন বৃষ্টি হবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বছরের প্রথম দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বৃহস্পতিবার ২ জানুয়ারি থেকে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে যাওয়ায় বর্ষবরণের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে বেলার দিকে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর দু'এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত এবং হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু শহর কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে ২ জানুয়ারি দুপুরের পর থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। শুক্রবার অর্থাৎ ৩ জানুয়ারিও চলবে বৃষ্টি। আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশকুমার দাস বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি শুরু হতে পারে।'

শনিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদঝলমলে দিনের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বছরের শুরুতেই বৃষ্টির দাপটে একধাক্কায় কিছুটা পারদ পতন হবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। তবে সপ্তাহ শেষে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ৩ এবং ৪ জানুয়ারি দার্জিলিংয়ে প্রবল তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাস তাদের। সিকিমের বিভিন্ন এলাকাতেও তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে।

বুধবার বছরের প্রথম দিন কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত পরিস্কার। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। মঙ্গলবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল সাধারনত পরিস্কার। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন,১১ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৪ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৪৬ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

মেয়ের হাতুড়ির ঘায়ে গুরুতর জখম মা,পলাতক মেয়ে

কলকাতা,৩১ ডিসেম্বর (হি.স): মেয়ের হাতুড়ির ঘায়ে গুরুতর জখম হলেন মা। মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বছর ৬৭-র মা। তাকে নিয়ে এখন জমে মানুষে টানাটানি চলছে সল্টলেকের হাসপাতালে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে সল্টলেকের অভিজাত জলবায়ু বিহার আবাসনে। পুলিশ সূত্রে খবর, বেলা ২টো নাগাদ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় ফোন করে খবর দেন আবাসনের বাসিন্দারা। ওই আবাসনের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই ফ্ল্যাটটি অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়র এস কে প্রতিহারের। তাঁর স্ত্রী দীপালি এবং মেয়ে বেঙ্গালুরুতে থাকেন। সেখানে মেয়ে ঋতুপর্ণা একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপিকা। মেয়ের কাছেই থাকতেন মা। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, এক সপ্তাহ আগে মা ও মেয়ে কলকাতায় আসেন এবং তার পরই কোনও পারিবারিক গণ্ডগোলের জেরে বাড়ি থেকে অন্যত্র কোথাও চলে যান এস কে প্রতিহার। মঙ্গলবার মা এবং মেয়ের বেঙ্গালুরু ফেরার কথা ছিল। ওই আবাসনের নিরাপত্তা রক্ষীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, সকাল থেকেই মা ও মেয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি, বচসার আওয়াজ পাচ্ছিলেন তাঁরা। এর খানিক পরেই হঠাৎ করে মায়ের আর্ত চিৎকার শোনেন নিরাপত্তা রক্ষীরা এবং প্রতিবেশীরা। তারা ওই ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কা দেন। কিন্তু ভিতর থেকে তালা বন্ধ ছিল দরজা। এরপরেই গ্রিলের দরজার ওপারে থাকা কাঠের দরজা ভেজানো থাকায় কোনও ভাবে খুলে যায়। সেই খোলা দরজা দিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা এবং প্রতিবেশীরা দেখেন ঋতুপর্ণা হাতুড়ি দিয়ে পর পর আঘাত করছেন মা দীপালির মাথায়। গোটা ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার মধ্যেই রক্তাক্ত মাকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন বছর ৩৮-এর ঋতুপর্ণা। ওই দৃশ্য দেখেই পুলিশে খবর দেন বাসিন্দারা। নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। প্রতিবেশীদের দাবি, শুধু মাকে আঘাত করাই নয়, ঋতুপর্ণা ঘরের মধ্যে কয়েকটি বাক্সে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় গ্যাসও খোলা ছিল। গোটা ফ্ল্যাটে আগুন ধরে যেতে পারতো প্রতিবেশীরা সময় মতো দরজা ভেঙে না ঢুকলে। পুলিশ সূত্রে খবর, আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন ওই মহিলা। হাসপাতালেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় ঋতুপর্ণাকে। কেন তিনি মাকে প্রবল আক্রোশে মারছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয় তদন্তকারীদের কাছে। তাঁরা ঋতুপর্ণার ব্যবহারে অসঙ্গতি পান। হাসাপাতালেই আটক করে রাখা হয় তাঁকে। সেখান থেকেই পুলিশের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যান ঋতুপর্ণা। ঘটনার পিছনে সম্পত্তি নিয়ে কোনও পুরনো পারিবারিক অশান্তি আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। পাশাপাশি ঋতুপর্ণার খোঁজ শুরু করেছে তদন্তকারী দলটি।

তিন সপ্তাহ থেকে তলব নেই, রেশন বন্ধ আট সপ্তাহ, কাছাড়ের ক্রেইগপার্ক চা বাগানে বাড়ছে শ্রমিক-ক্ষোভ

কাটিগড়া (অসম), ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : গত পুজোর প্রাক্কালে বোনাস না দিয়ে রাতের অন্ধকারে আচমকা লকআউট ঘোষণা করে বাগানের মূল গেটে তালা সেঁটে গা ঢাকা দিয়েছিলেন করিমগঞ্জ জেলার হাতিখিরা চা বাগান কর্তৃপক্ষ। দিনের পর দিন তলব, রেশন বন্ধ করে এভাবে লকআউট করে মালিকগোষ্ঠী পালিয়ে যাবে ঘূণাক্ষরেও টের পাননি বাগানের শ্রমিকরা। ঠিক একই ঘটনার পদধ্বনী শোনা যাচ্ছে কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভার ক্রেইগপার্ক চা বাগানে।

কলকাতার জনৈক শিব কনোই মালিকনাধীন কামাখ্যা টি ইস্টেট-এর ক্রেইগপার্ক চা বাগানের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন থেকে নানাবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কয়েক বছর ধরে শ্রমিকদের বাগান কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও কিছুরই সুরাহা হয়নি। ফলে নানা সময় বাগানের কয়েক হাজার চা শ্রমিক অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছেন। জানা গেছে, গত প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে ক্রেইগপার্ক চা বাগানের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক তলব দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়া প্রায় আট সপ্তাহ থেকে তাঁরা পাননি কোনও রেশনসামগ্রী।

বাগানের শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন থেকে কামাখ্যা টি ইস্টেটের ক্রেইগপার্ক চা বাগানে অচলাবস্থা চললেও তাঁরা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গ ছাড়েননি। সবসময়ই কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আসছেন। বর্তমানে কামাখ্যা টি ইস্টেটের তিনটি ফাঁড়ি বাগান রয়েছে। এগুলি গোবিন্দের কোপা, শিবটিলা ও হনুমানতল।

গত কয়েকদিন থেকে বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচারণ করে চলছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন শ্রমিককুল। বাগান পঞ্চায়েতের পক্ষে দেবেন্দ্র গোসাঁই, অবিনাশ তন্তুবায় প্রমুখ জানান, তিন সপ্তাহ থেকে তলব ও প্রায় দু মাস ধরে রেশন বন্ধ থাকায় তাঁরা আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কষ্টকে সঙ্গী করে বাগানে নিত্যকর্ম করলেও তাঁদের প্রাপ্য পাচ্ছেন না তাঁরা। বাগান কর্তৃপক্ষ বার বার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তলব কিংবা রেশন দেওয়া হবে, কিন্তু কোনও খবর নেই। তাই ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হচ্ছে। যে কোনও সময় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে বলে জানান তাঁরা।

দেবেন্দ্র গোসাঁইরা জানান, বাগানে কোনও ম্যানেজার বা প্রশাসনিকস্তরের কোনও আধিকারিক থাকেন না। তাঁরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। যেমনটা করিমগঞ্জের হাতিখিরা চা বাগানে গত পুজোর প্রাক্কালে লকআউট করার আগে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁদের অভিযোগ, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তারাও ক্রেইগপার্ক চা বাগানের দুরবস্থার প্রশ্নে নীরব। বাগানের শ্রমিকদের বিকল্প কোনও কর্মসংস্থানেরও সুযোগ নেই। বিগত দিনে এই চা বাগানের অচলাবস্থার সময় কতিপয় শ্রমিক পাথর কোয়ারিতে কাজ করে তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করেছিলেন। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ দীর্ঘদিন থেকে দিগরখাল কোয়ারিও বন্ধ। ফলে দুশ্চিন্তায় মাথা ফাটছে বাগানের কয়েক হাজার শ্রমিকের।

কালাইন আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের সভাপতি কার্তিক তাঁতির কাছে ক্রেইগপার্ক চা বাগানের অচলাবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁরও অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ অমানবিক আচরণ করছেন ক্রেইগপার্ক চা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে। সাপ্তাহিক তলব কিংবা রেশন না পেলে শ্রমিকরা কীভাবে পরিবারকে নিয়ে বেঁচেবর্তে থাকবেন, এই প্রশ্ন তুলেন কার্তিক তাঁতি। সোমবার বাগান শ্রমিকদের এক প্রতিনিধিদল বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে শীঘ্র এ বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করেন।

এদিকে কাটিগড়ার বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন কাছাড়ের জেলাশাসক এবং বাগান মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে শীঘ্রই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন করেন। ক্রেইগপার্ক চা বাগানের শ্রমিকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দিন-কয়েকের মধ্যে তাঁদের সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন। এতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এজন্য বাগান কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন, জানিয়ে দেন বাগানের শ্রমিকরা।

এন আর সি র সমর্থনে মেজিয়ায় বিজেপির পদযাত্রা ও সভা, আদিবাসীদের সাথে নাচলেন সাংসদ

বাঁকুড়া, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিয়ে বিরোধীদের সোরগোল এর জবাব দিতে মেজিয়া জুড়ে পদযাত্রা ও সভার আয়োজন করল বিজেপি।সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি ডা সুভাষ সরকার এদিন বানজোড়া থেকে মেজিয়া পর্যন্ত মিছিল ও সভা করে নাগরিকদের আশ্বস্ত করেন। যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আইন হিসেবে ভারতীয় সংসদের দুই কক্ষে নিরঙ্কুশ ভোটে পাস হয়েছে তা নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে গেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় লাগাতার আন্দোলন চলছে সংশোধিত আইনটিকে কালা আইন রূপে চিহ্নিত করে তা বাতিলের দাবিতে। রাজ্যের শাসক, বিরোধী দল এক সুরে এর বিরোধিতায় পথে নেমেছে।বিরোধীদের জবাব দিতে বিজেপিও এনআরসি এবং সিএএ''র সমর্থনে পথে নেমে সাধারন মানুষকে তাদের একটা পরিচয় পত্র অত্যন্ত জরুরি বলে এন আর সি র প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছেন। তারই স্বপক্ষে মঙ্গলবার বাঁকুড়ার মেজিয়া ব্লকের বানজোড়া গ্রামে প্রচারে এসে আদিবাসীদের সঙ্গে নেচে এবং এলাকার ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে সিএএ'' র সমর্থনে প্রচার করলেন বাঁকুড়ার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি ডা: সুভাষ সরকার। তিনি বলেন, এ দেশে বিজেপিই একমাত্র দল এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার কান্ডারী। মোদীজিই দেশবাসীকে তাদের বিশ্বের কাছে পরিচিতি দিতে চাইছেন। এনআরসি বা সিএএ হলো নাগরিকত্ব দেবার আইন। এই আইন কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য নয়। তাই যারা ঘন্টা বাজাচ্ছেন, ট্রেন-বাস পোড়াচ্ছেন, লুটপাটের মদত দিচ্ছেন-- তারা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করছেন স্রেফ রাজনীতি করার জন্য। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সর্বত্র তারা মোদি ভূত দেখতে শুরু করেছেন।

ডা: সুভাষ সরকার বলেন, কোনো ভারতীয়ের ভয়ের কিছু নেই।তিনি বলেন, যারা অনুপ্রবেশ করে দেশের খরচ বাড়িয়েছেন তাদের চিহ্নিত করতেই এই আইন। কোনো শরণার্থীর আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। মেজিয়া ব্লকে বহু বাংলাদেশি হিন্দু শরণার্থী বসবাস করেন। এই ব্লকের দামোদর নদের মানাচর গুলিতে বসবাসকারী কয়েক হাজার মানুষ। এইসব মানুষদের দেশছাড়া হতে হবে বলে তৃনমূল যেভাবে ভীতির পরিবেশ তৈরি করেছে সে বিষয়ে তাদের অভয় দিয়ে সাংসদ বলেন, আপনাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্যই পরিচয় পত্র দেবার ব্যবস্থা করেছেন। যে কার্ডটি নিয়ে আপনি সারা পৃথিবীতে গিয়ে গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন -- 'আমি একজন ভারতবাসী।' এদিন ওই পথসভায় বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া লোকসভার আহ্বায়ক অজয় ঘটক। তিনি বলেন ২০২১ সালে বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে। সেই আতঙ্কে দিদির ঘুম ছুটে গেছে। তিনি এখন জেলায় জেলায় ছুটে বেড়াচ্ছেন।এদিন সুভাষ সরকারের পথসভায় বানজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমূল নেতা আশীষ মিশ্র ২৫০ সমর্থক নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৫ বছর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন দলের নেতাদের সঙ্গে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। এদিন বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে তিনি বলেন, ৫ বছর পঞ্চায়েত প্রধান ছিলাম। চুরিতে মদত দিতে পারিনি বলে দলের বিরাগভাজন হয়েছি। নরেন্দ্র মোদী যেভাবে দেশের কথা, জাতীয়তার কথা বলছেন তা দেখে এবং বিজেপির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বিজেপিতে যোগ দিলাম। বানজোড়ার পথসভা ছেড়ে ডা: সুভাষ সরকার আসেন তৃণমূল বিধায়ক স্বপন বাউরির গ্রাম জংপুরে। সেখানে তিনি খেলার মাঠে নেমে ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন। ছেলেরা মাঠ সংস্কারের দাবি করেন তার কাছে। তিনি বিধায়ক কে কটাক্ষ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কদের মাধ্যমে ক্লাব গুলিকে লাখ লাখ টাকা দিয়েছেন। অথচ প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। কিভাবে মাঠটি খেলার উপযুক্ত করে দেওয়া যায় তা নিয়ে তিনি ভাববেন বলে ছেলেদের আশ্বাস দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনো সাংসদ এই সব প্রত্যন্ত এলাকায় এলেন বলে দাবি করেন মেজিয়ার মন্ডল সভাপতি বিদ্যুৎ মিশ্র।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরে আত্মঘাতী যুবক

ডায়মন্ড হারবার, ৩১ ডিসেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার ন'হাজারি গ্রামে শ্বশুরবাড়ির দাবিমতো ঘরজামাই হতে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরেই আত্মঘাতী হল এক যুবক। যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়। জানা গেছে, মাস পাঁচেক আগে বিষ্ণুপুরের বগাখালির ন'হাজারি গ্রামের বাসিন্দা বছর একুশের বিনোদ সরদারের বিয়ে হয় নোদাখালি থানার ডোঙারিয়ার বাসিন্দা বছর ঊনিশের অর্পিতার। পেশায় গাড়ির চালক ছিল বিনোদ। বিনোদের পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই অর্পিতা বারবার বিনোদকে চাপ দিত তাঁর বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য। কিন্তু বিনোদ সেই প্রস্তাবে কখনওই রাজি হয়নি। আর সে কারণেই প্রায়শই অশান্তি হত ওই দম্পতির মধ্যে। রবিবার রাতে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে অর্পিতা তার বাবা-মাকে ডেকে তাঁদের সঙ্গেই বাপের বাড়িতে চলে যায়। সেখানে যাওয়ার পরও বিনোদকে ফোন করেও অর্পিতা সেখানে গিয়ে থাকার জন্য বারবার অনুরোধ করে। ফোনেও দম্পতির মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিনোদ নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে ডাকতে গিয়ে পরিবারের লোকজন দেখেন ঘরের মধ্যে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন তিনি। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সরস মেলার প্রস্তুতি নিয়ে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তারা। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ইংরেজি মতে বাৎসরিক আপনার ভাগ্য ও নিয়তির ফল

জ্যোতিষসম্রাট শঙ্কর শাস্ত্রী
সনাতন ও কে, পি এস্ট্রোলজার (কলকাতা ও চেন্নাই) নিখুঁত কোষ্ঠীবিচারক, হস্তরেখাবিদ, বাস্তুশাস্ত্রবিদ, নিউমারলজিস্ট ও রত্ন বিশেষজ্ঞ মেশিনের মাধ্যমে রত্ন ও প্রতিকার পরীক্ষা করা হয়। মেলারমাঠ, গাঙ্গাইল রোড, বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের পশ্চিমে, আগরতলা। যোগাযোগ ৯৪৩৬৪৫৬৭৫৮, ৮৭৮৭৬৭২৯৭৭, ৭০৮৫৯০১৭৬৬

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর এফিমেরিস অনুযায়ী আজ অদ্য পঞ্জিকা মতে পয়লা জানুয়ারি ২০২০ ইংরাজি, ১৬ পৌষ বুধবার প্রাতঃঘণ্টা ৩/২০/৩৯ সৌরমণ্ডলে গ্রহদের অবস্থান এই রাজ্যে মিথুনে সর্বভোগরায়ণ প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাহু আর্দ্রা নক্ষত্রে, বৃশ্চিকে প্রবল পরাক্রমী দেব সেনাপতি মঙ্গল, ধনুতে রাজাধিরাজ গ্রহ, রাজ রবি পূর্বষাঢ়া নক্ষত্রকুণ্ডে শুক্লা ষষ্ঠীর প্রাণচঞ্চল পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে ধনুতে বালকবুধ মূলা নক্ষত্রে প্রবল প্রতাপশালী দেবগুরু শুক্র শ্রবণা নক্ষত্রে মকরে অবস্থান করছে, ধনুতে ক্লীব ফলদাতা শনি উঃ যাঢ়া নক্ষত্রে এবং রহস্যময় বহুরূপী কেতু পূর্বষাঢ়া নক্ষত্রে ধনুতে অবস্থান নিয়ে গুরু *২০২০ সালের সংকটপূর্ণ বৎসরটি।

মেষ ঃ এই রাশি অগ্নিতত্ত্ব হওয়ায় আপনার মধ্যে সবসময় একটি ত্রুটি কাজ করবে, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস আনবে। যে কোনো কাজে আপনারা আগে এগিয়ে যাবেন পরে অন্যরা আপনার পিছনে আসবে। নিজের লক্ষ্য থেকে কখনও পিছপা হন না এবং আপনি উদারপ্রকৃতির হন এবং সজ্জনব্যক্তি জীবনেপরিশ্রম করে সফলতা অর্জন করেন সে-ই অন্যের কটু কথা সহ্য করতে পারে না। জীবনে ভালবাসার ক্ষেত্রে নিজের সঙ্গীর মহত্ত্ব অন্যের তুলনায় অধিক থাকবে। ছাত্রদের জন্য ২০২০ সাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে না। হলে গ্রহের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ক্ষেত্রে রেজাল্ট খারাপ হবে। যত বেশী পরিশ্রম করবে তত ভাল ফল করবে। এই বছর ভাগ্য আপনার সঙ্গ দেবে। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন। প্রমেও বিবাহ ক্ষেত্রে ভাল লক্ষ্য করা যায়। নিজেদের মধ্যে সুন্দর বুঝাপড়া বনিবনা থাকবে ও সম্বন্ধ মজবুত হবে। কোনো ভাল বা শুভ কাজ করা আগে নিজের ইষ্টদেবের ধ্যান করে এগুতে হবে। শনি মন্দিরে সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বালালে নিজেরে জীবনের জলন্ত সমস্যাগুলি আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং বিভিন্ন বাঁধা দুর হবে।

বৃষ ঃ আপন শুক্র গ্রহের অধীনে থাকায় আপনি খুব পরিশ্রমি ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করবেন। কোনো কাজকে ভয় পাবেন না আপনার মতের সঙ্গে অন্যের অনেকের মত্রে মিল ঘটবে ও আপনাকে অন্যরা ভালবাসা প্রদান করবে। অর্থ কামানোর জন্য ও যশ করার প্রভৃতি আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে এই বছরটি আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা অবনতির লক্ষ্যও রয়েছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে নতুন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে না এগোনই ভাল। ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় ভালবাসার ক্ষেত্রে বৃষ রাশি লোকেরা খুব সচেতন থাকে, ভালবাসা হয়ে গেলে নিজের জীবন সঙ্গীর উপর খুবই বিনীত ভাব থাকে। জীবন সঙ্গীর খুশি আনন্দ ও আদরও আপ্যায়ন সবদিকেই ভালথাকবে। শারীরিক ক্ষেত্রে আপনার সবধান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অপারেশনের সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন ঃ আপনি সবসময়ই একটু চঞ্চল প্রকৃতির হবেন এবং সবার সঙ্গে মিলেমিশে বন্ধুত্ব স্থাপন করে কাজ করতে ভালবাসবেন। আপনার সভাব খুবই সরল প্রকৃতির হবে। জীবনের সব রকম মুশকিল সমাধান করার জন্য খুব সুস্থির ভাবে চিন্তাভাবনা করে এগোন এবং জীবনের আগামি দিনগুলি স্বীকার করে সুন্দর ভাবে এগিয়ে যান। ভালবাসার ক্ষেত্রে এই রাশির জাতজাতিকারা খুব সিরিয়াস থাকেন। এক বার ভালবাসা হয়ে গেলে নিজের সঙ্গীকে নিজের জীবন সঙ্গীনি বেছে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে আপনার মনোকামনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। তবে পার্টনারশিপ কোন ব্যবসা নেয় তাহলে ফাটল ধরার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি ক্ষেত্রে দূর দুরান্তে বদলির সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট ঃ এই রাশির লোকেরা খুব ভাবুক হয় এবং জীবনে মহেনত করার ক্ষমতাও রাখে। তাদের দেহে জলের ভাব বেশি থাকে। নিজের চিন্তাধারা অন্যের নিকট সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করা এবং অন্যের চিন্তাধারাও সুন্দর ভাবে বুঝার ক্ষমতা রাখে। নিজের ঘরেলু সুখের ব্যাপারে অধিক মহত্ত্ব দেয়। অল্প বয়স থেকেই নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে চেষ্টা করে। ভালবাসার ক্ষেত্রে নিজের জীবনের গতি অনেক বাড়িয়ে দেয়। ভালবাসাকে নিজের জীবনের এক গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ মনে করে। এই ধরনের লোকেরা খুব কষ্ট পায় জীবনে কারণ অন্যেরা এদেরকে বুঝতে পারে না। তবে এরা আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের সব কাজ সম্পূর্ণ করে।

সিংহ ঃ এই রাশির লোকেরা খুব দৃঢ় সংকল্পী ও খুব পরিশ্রমী হয় এবং পেটুক হয়। এরা খুব স্পষ্ট কথার মালিক হয়। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না, লোকদেখানো বা ভণিতা এরা একদম পছন্দ করে না এদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অধিক থাকে যে কারণে এরা সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরা একটু গম্ভীর প্রকৃতির হয় এবং যে কোনো কাজ এমন কি কঠিন কাজও ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ করে। যাহার মধ্যে ভুল ত্রুটির অভাব লক্ষ্য করা যায়। নিজের উদার মনের কারণে সবাইকে খুশি ও আনন্দের মধ্যে দেখতে ভালবাসে। এক কাজ বারবার করতে ভালবাসেনা। যখন এরা ভালবাসার মধ্যে চলে আসে তখন এরা খুব সিরিয়াস হয়ে পড়ে এবং নিজের জীবন সঙ্গীকে সব রকম খুশি দেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছুটা মানসিক চঞ্চলতা দেখা দেবে। অন্য ব্যবসার দিকে মন ঘুড়ে যেতে পারে। সাবধান হওয়ার প্রয়োজন।

কন্যা ঃ এই রাশি লোকেরা চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির হয় আবার এরা খুব পরিশ্রমিও হয়। এদের মন খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তনশীলতাকে কাজে লাগায়। এদের জীবনের সঙ্গে যারা জুড়ে থাকে তাহারা এদের জীবনে খুব খাসলোক হয়। গরিব লোকদের সাহায্য করতে এরা খুব ভালবাসে। এরা কোনো ব্যাপারে রাগ হলেও কিছুক্ষণ পর আবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভালাবাসার ক্ষেত্রে এরা খুব আনন্দদায়ক হয় নিজের ভালবাসার প্রতি খুব সিরিয়াস থাকে এবং নিজের জীবন সঙ্গীর মুখের একটু হাসির জন্য যে কোনো কাজ করার জন্য সবসময় তৈরি থাকে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সময় ভাল আর্থিক ক্ষেত্রে আয়ের যোগ রয়েছে। বাড়ি ঘর ও গাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে যে কোনো কাজ ভেবে চিন্তে করা উচিত।

তুলা ঃ এই রাশি জাতকের মধ্যে একটি বিশেষ আকর্ষণ থাকে এদের চেহারার মধ্যে মনমোহিনী ভাব থাকে যার ফলে অন্যেরা এদের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ঠ হয়। তবে নিজের কথার মধ্যে অন্যের কথা এক দম পছন্দ করে না। নিজের মনের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করে যতক্ষণ পর্যন্ত মনের মত লোক পায় না ততখণ শেয়ার করে না। যে কোনো পরিস্থিতিতেই এরা বিচলিত না হয়ে কীভাবে পরিস্থিতিতি সামাল দেওয়া যায় সেই চিন্তা করে। এদের মধ্যে গীত, সঙ্গীত, বাদ্য, নাটক, নাচ ও ফ্লিম ইত্যাদির প্রতি আসক্তি দেখা যায়। ব্যবসা বা চাকরিতে বড় হওয়ার চিন্তা ধারা সবসময় এদের মধ্যে কাজ করে। ব্যবসা ক্ষেত্রে আর্থিক পরিস্থিতি ভাল লক্ষ্য করা যায়।

বৃশ্চিক ঃ এই রাশি জাতক জতিকার একটু ইমোসনেল আবার বিশেষ বুদ্ধিমানও হয়। জীবনে নিজের কর্তব্য পালন করতে করতে অন্যের ভালর কথাও সবসময় চিন্তা করে। তবে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এদের হবে কিছুটা শ্বাসকষ্ট, হাপানি, এজমা, ব্রঙ্কাইটিস বা কফের দোষ থাকার সম্ভাবনা দেখা যায়। সাবধান হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এরা অল্প কথা বলে অন্যকে খুব তাড়াতাড়ি আকর্ষণ করে ফেলতে পারে। এরা নিজেদের কাজে অন্যের হস্তক্ষেপ একদম পছন্দ করে না। অন্যের কথা শুনে নিজের ডিসিশান নিজেরা নেয় কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ঝামেলা পোহাতে পোহাতে নিজেকে বহুত মজবুত ও মানসিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে যায়। এদের ইচ্ছা শক্তি খুব দৃঢ় হয়। ভালবাসার ক্ষেত্রে এরা খুব ইমোসনাল হয়ে পড়ে। যাদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক হয় এদের প্রতি খুব সত্যনিষ্ঠ হয়ে যায়। ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভের সম্মুখীন দেখা যায়। নতুন ব্যবসায় যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধ।

ধনু ঃ এই রাশির লোকেরা যে রকম আবেগপূর্ণ ও ভাবুক হয় তেমনই আবার হিম্মতী ও সাহসীও হয়। যে কোনো সামাজিক কাজেও এরা এগিয়ে যায়। হৃদয়ে বা অন্তরে এরা খুব সরল প্রকৃতির হয়। অর্থের ক্ষেত্রে এরা কারপণ্য করে না। অন্যের কূট কথা নিজের মনে লাগিয়ে নেয়। সর্বকাজে এদের পারফেকসন চাই না হলে মনে আন্দন পায় না। এরা জীবনে সর্বকাজে পরিকল্পনা মাফিক এগিয়ে যেতে পছন্দ করে। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে জীবনে এরা খুব সিরিয়াস হয়। তার যে কোনো কাজে অন্যের সঙ্গে কমপিটিশন করে এগিয়ে যেতে খুব ভালবাসে। নিজের কাজে অন্যের উপর নির্ভর করা পছন্দ করে না। নিজের জীবনে ভালবাসার ক্ষেত্রে খুবেই ইমানদার হয়। ভালবাসার ক্ষেত্রে কোনো ভনিতা পছন্দ করে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে গুরুর প্রভাবে কিছুটা উত্তম লাভের যোগ রয়েছে। চাকুরি ক্ষেত্রে উন্নতি ও মানসম্মানের উন্নতি ঘটবে। আপনার না হওয়া কাজ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মকর ঃ এই রাশির লোকেরা বিশেষতঃ স্বভাবে শান্ত, পরিশ্রমী ও সত্য নিষ্ঠ প্রকৃতির হয়। এরা ভালবাসা দিয়ে অন্যের হৃদয়কে জয় করে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রতি নজর রাখার চেষ্টা করে। এরা নিজের স্বভাববশত যে জিনিসটা পাইতে চাই এটার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা করে যে কোনো উপায়ে সক্ষমতা অর্জন করে হাসিল করে। সবসময়ই নিজের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এদের কাছে সবসময় অর্থ থাকে। এরা সবসময় চায় নিজেরও খুশি থাকতে এবং অন্যকেও খুশি করতে। এদের অনেক বন্ধুত্ব হয় এবং বন্ধুত্বকে টিকিয়ে রাখতে ও খুশি করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভালবাসার বেপারটা এরা খুব সম্ভীর ভাবে নেয়। যাদেরকে ভালবাসে তাদেরকে চোখের পাতার উপর বসিয়ে রাখে। ব্যবসা ক্ষেত্রে সময় ভাল হলেও আর্থিকক্ষেত্রে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন ব্যবসা ক্ষেত্রে।

কুম্ভ ঃ শনি মহারাজের কারণে এই রাশির জাতক জাতিকারা গম্ভীর, অনুভূতিপূর্ণ ও সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে ভালবাসে। কোনো লোকের সঙ্গে নতুন ভাবে মিশতে গেলে কিছুটা সময় নিয়ে দেখে তার পর মিশতে চেষ্টা করে। খুব তাড়াতাড়ি নিজের গোপন কথা অন্যকাউকে শেয়ার করেনা। নিজের ইচ্ছা দ্বারা অন্যের উপর কোনো প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে না। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন ধারণ করতে ভালবাসে। নিজের পরিশ্রমে জীবনে উচ্চ শিখরে পৌছাতে পারে। এরা সবকাজ ভাবনা চিন্তা ও সুবিচার করে এগিয়ে যায়। এরা ভালবাসার ব্যাপারে ভনিতা না করে এগিয়ে যেতে চায় কিন্তু অন্তরে একটা বাধার সৃষ্টি হয়, ভাবে যদি নেগেটিভ হয় যার জন্য এগুতে পারে না। ব্যবসাক্ষেত্রে সুস্থির চিন্তা করে এগিয়ে গেলে বিশেষ সাফল্য লক্ষ্য করা যায়।

মীন ঃ এরা স্বভাবে কিছুটা চঞ্চল হলেও বিশেষ অনুভূতিপূর্ণ হয় এবং অন্যের দৃঢ় ও কটু কথায় খুব আঘাত পায় কিন্তু এদের মন একদম সাফ হয়। নিজের জীবনে লক্ষ্যের দিকে যে কোনো বাধা অতিক্রান্ত করে এগিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। এদের চোখে অদ্ভুত চমক মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। এরা যে কোনো জায়গায় বা মেহেফিলে নিজের হাবভাবের মাধ্যমে নিজের জায়গা করে নিতে পারে। এরা যেমন অন্যকে ভালবাসা ও আদর দেয় তেমনই নিজের জন্য ও ভালবাসা ও আদরের অপেক্ষায় থাকে। নিজের সংসারে যেমন সময় দেয় তেমনি মিত্রদের ঠিক একিই ভাবে সময় দেয়। নিজের জীবনে জীবন সঙ্গী থাকে এমন লোককে খুজে যারা সত্য নিষ্ঠ, ইমানদার তাদেরকেই প্রাধান্য দেয়। ব্যবসা ক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে এগোলে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়।

* ব্যক্তিগত দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তদশা ও সূক্ষ্মদশা অনুযায়ী ফলের তারতম্য ঘটতে পারে। উল্লেখিত রাশি ফল স্থূলভাবে গণিত। সূক্ষ্ম বিচারের জন্য জাতকজাতিকার জন্মছক বা কোষ্ঠী বিচার অবশ্যই প্রয়োজন।

ছোটদের চাই বেবি ফ্রেন্ডলি

শিশুদের অনেক ক্ষেত্রে মোজা সব সময় কেচে পরিস্কার রাখতে হবে। আরেকটি বিষয় হল, মোজা যেন ভিজে না থাকে এই সমস্যা এড়ানো যাবে না।

জুতো ঃ-

ছোটদের জুতো পরা কী অ্যাবশ্যিক?

..অবশ্যই ছোটদের জুটো পরা উচিত।

কেন? জুতো পরার পড্থণ কারণ হল পায়ের নিরাপত্তা। এর সঙ্গে রয়েছে আরাম পদান ও সৌন্দর্যবিকাশ। তাই এই সব কারণের জন্য জুতো পরা উটিত।

জুতো না পরলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

জুতো না পরলে অনক ধরেনর সমস্যা হতে পারে। যেমন ধরুন পায়ে ব্যাকটেরিয়া বা ফাংগাল সংক্রমণ হতে পারে বা খারাপ মাঠে হাঁটচলা করলে, তাদের হুক ওয়ার্ম সংক্রামণও হতে পারে। তাছাড়া পায়ে আঘাতজনিত ক্ষতও হতে পারে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি বাড়িতে

কোনও ওষুধ রাখা যায়?

সমান্য কাঁটাছেড়া আঁচড় বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের জন্য অ্যান্টিবায়েটিক মলম ও ফাংগাল রাখা যেতে পারে। হুক ওয়র্মা, সংক্রমণের জন্য ক্রিমির ওষুধ সঙ্গে রাখা যেতে পারে কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই ওষুধ ব্যবহার করা উটিত।

জুতো না পরার জন্য ভবিষ্যতে বড় কোনও অসুস্থতা বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দো দিতে পারে?

শিশুদের জুতো না পারায় জন্য মারাত্মক কোনও অসুখ না শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হয় না। বরং পায়ে সঠিকভাবে ফিট নয় এমন কনস্ট্রিকটিভ জুকেতা থেকে পায়ের গঠন অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

অনেকে বলেন, জুতো না পরলে ত্বকের বেশ সমস্যা দেখা দিতে পারে? সত্যি?

জুতো না পরলে বিভিড়ন ধরেনর সমস্যা হতে পারে। জুতো সর্বপ্রথম পা'কে ধুলোবালি কাদা জল চোট আঘতা টাকা, পেরেক কাচ, প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া পায়ে াসামান্য কোন ক্ষত বা কাটা থাকলে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ হতে পারে। নুখকুনি হয়ে সেখানে থ্যেকে সেপটিসেমিয়া পযতন্ত হতে পারে।

আর খালি পায়ে হাঁটলে পা দিয়ে বিপজ্জনক ব্যাটেরিয়া ঢুকে পড়ে এমন ধারণা কতটা ঠিক?

খালি পায়ে হাঁটলে হুক (ক্রিমি) ছাড়াও পায়ে কাঁটাছেঁড়া থাকলে সেখান দিয়ে কোনও মারাত্মক জীবাণউও শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

এখন বিভিন্ন মেটিরিয়ালের রকমারি জুতো বেরিয়েছে, এর মধ্যে কোন ধরনের জুতো বাচ্চাদের জন্য আদর্শ?

বাচাচাদের জুতো বেবি ফ্রেন্ডলি হওয়া বাঞ্ছনীয়। জুতো শক্ত হলে তা থেকে পায়ে ফোস্কা হতে পাজ্মের। প্রাস্টিকের পরিবর্তে নরম চামড়ার জুতোই বাচ্চাদের জন্য আদর্শ।

বাবা মা'কে কোন বিষয়ে সতর্ক হতে হবে? আর জুতো পরানোর সময় কী কী বিষয় মাথায়া রাখতে হবে?

বাচ্চাকে জুতো পরাবার সময় বাবা মা'কে খেয়াল রাখতে হবে জুতো যেন যথাযথ মাপের হয়। নন কনস্ট্রিকটিভ অর্থাৎ না হয়। সেরকম হলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে শিশুদের দুতো খুব দামিও হওয়া উচিত নয়। মনে রাখবেন, যে জুতো যত দামি হবে, সেই জুতো থেকে সমস্যাও বেশি হবে।

অনেক সময়জুতো পরার জন্য পায়ে ফোস্কা বা ছড়ে গেলে, তখন কী করা দরকার ?

এক্ষেত্রে কয়েকদিন জুতো পার বন্ধ রাখতে াহবে। একান্ত সমভব না হলে একটু ঠিলেভাবে জুতো পারানো যেতে পারে। তার সঙ্গে ক্ষত জায়গায় অ্যান্টিবায়েটিক মলম লাগাতে হবে। আর সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ফোস্কা ফাটানো যাবে না।

দেখা যায় এখন্য কখনও জুতো পরা থেকে অ্যালার্জির মতো কিছু হয় এবং বেশ চুলককায়। এর সমাধান কী?

এক দু'রকম হালকা স্টেরয়েড মলম যেমন মোমেটাজোনলাগনো যেতে পারে। বিশেষ কোনও জুতো থেকে হলে সেই ব্রান্ডের জুতো পালটাতে হবে। খালি পায়ে হাঁটলে ওয়ার্ম (ক্রিম) ছাড়াও পাযে কাঁটাছেড়া থাকলে সেখানে দিয়ে কোনও মারাত্মক জীবানুও শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

পা ঢাকা জুতো পরলে কী মোজা পরাতেই হবে? না হলে? মোজা পরা অবশ্যই উটিত। না হলে পায়ে ফোস্কা পড়তে পারে। অবশ্য চামড়ার জুতোর ফোস্কা পড়তে পারে। অবশ্য চামড়ার জুতোর ভিরে কাপড়ের লাইনং থাকলে মোজা না পলেও চলে। তবে সব ক্ষেত্রেই মোজা পরা আরামদায়ক।

পায়ে জুতো থেকে অনেক সময় বীষণ গন্ধ বেরোয়, ফলে বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে মস্যায় পড়ে। তখন কী করা উচিত ? অনেক সময় বৃষ্টির বা অন্য কোনও কারণে জুতো ভিজে যায়। বাচ্চাদের অনেকক্ষণ এই জুতো পরে থাকতে হয় এর থেকে কী কোনও সমস্যা তৈরী হতে পারে?

জুতো ভিজে যাওয়া থেকে বড় যে সমস্যাটি হয়, তা হল ঠান্ডা গেলে যাওয়া। তাই বাবা-মা'কে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে।

ঋতু অনুযায়ী বাচ্চাদের কেমন জুতো পরানো উটিত?

সেরকম কোনও ব্যাপার নেই। বে বর্ষাকালে বাড়তি সকর্ত হতে হয়।

তাই এ সময় বাচ্চাদের ওয়াটারপ্রুতফ জুতো পরানোই বুদ্ধিমানের কাজ। আর শীতকালে চামড়ার জুতোর মধ্যে লাইনং থাকলে ভালো। আর গরমের সময় খেয়াল রাখতে হবে, বাচ্চাকে এমন জুতো পরতে হবে যাতে পা'য়ে হাওয়া বাতাস লাগবে।

ঘাড় যখন ঘোরে না

শহরের রাস্তাঘাটে হামেশাইদেখা যায় কিছু মানুষ গলা বন্ধ বা গলায় কলার বাধা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘাড়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কাবু হয়ে তারা বাধ্য হচ্ছেন এটা পরতে। বিভিন্ন কারণে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন হাঁটু, কোমর ঘারে ব্যথা হয়। ব্যথার কষ্টে জর্জরিত হয়ে আমরা চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। কিন্তু ব্যথা কিছুতেই কমতে চায় না। বিশেষ করে ঘাড়ে ব্যথা হলে ঘাড় ঘোরাতে কষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়ে একদম ঘোরানো সম্ভব হয় না। এই ধরনের অসুখের একমাত্র চিকিৎসা যোগব্যায়াম। চিকিৎসকের কাছে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি বলেন স্পন্ডেলাইটিস হয়েছে। এই অসুখ হলে শুধুমাত্র ওষুধ খেলে সফুল পাওয়া যাবে না। এর সঙ্গে নিয়মিত যোগব্যাযাম ও যোগ আসন করতে হবে। শরীর সুস্থ রাখার জন্য যোগব্যায়াম করার জরুরি। ঘাড়ে ব্যথার উপশমে যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন যোগাটিচার অ্যান্ড সেক্রেটারি অফ বেঙ্গলস অ্যাসেম্বলি ট্রেনার যোগানকারী ও জেসব ডে স্কুল এর ফিজিক্যাল যোগা টিচার অমল ঘোষ। একটু সতেন হলেই এমন অস্বস্তিকর বিড়স্বনা যেমন অনেকাংশে এড়ানো যায় তেমনি এড়ানো যায় রোগ যন্ত্রণার কষ্টভোগ।

ঘাড়ে ব্যথা হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট কারণ শোবার দোষ উঁচু বালিশে শোয়া, অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় নীচু করে কাজ করা। এছাড়া ভারী হেলমেট ভারী বাগ অথবা মাল বহন করলে টিভি যদি চোখের লেভেলে ঠিকঠাক না থাকা। অত্যাধিক টেনশন থেকেও জন্ম নিতে পারে এই বিরক্তিকর রোগ যন্ত্রণা।

মেডিকেল রিপোর্ট

মেরুদন্ডের ক্ষয় হয়ভার্টিভ্রার বিভিন্ন হাড়ের ব্যথা থাকে ঘাড়ের মেরুদন্ড বেঁকে যেতে পারে মেরুদন্ডের হাড়ের অন্তর্বতী অংশের ফাঁক কমে যেতে পারে। এই সবই মেডিকেল রিপোর্টে ধরা পড়ে। কী কী ধরনের আসন করবেন

স্ট্যাটিক নেক এক্সাসাইজ ভুজঙ্গাসন তালাসন ষষ্ঠিআসন।

কী কী আসন করবেন না

শশঙ্গাসন, মৎস্যাসন, হলাসন শীর্ষাসন, এর মতো আসন করা চলবে না। যে সমস্ত খাবার খাওয়া চলবে না। ডিম বেড, মিট ঘি, মিষ্টি রুটি, অ্যালকোহল মাটির নীচে খাবার।

বাচার উপায়

শরীর যতটা সহ্য করে ঠিক ততটাই সঠিক যোগ ব্যায়াম করা উচিত। শক্ত বিছানা ব্যবহার করতে হবে এবং বিছানা যাতে কখনও অসমতল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শরীরে ওজন যাতে না বেড়ে যায় তার দিকে নজর দিতে হবে। ঠান্ডা ঘরে থাকা চলবে না। স্ট্যাটিক নেক এক্সারসাইজ

১ নং ব্যায়াম

সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘাড় যেদিকে ঘোরাবেন তার বিপরীতে দিকে বাধ্য দিতে হবে । অর্থাৎ যখন ডান দিকে ঘোরাবেন তখন ডান হাতের তালু দিয়ে ডান গালের চোয়াল ঠেলে ধরবেন। যেন বাধা পায়। একই রকমভাবে বাঁদিকে ঘোরাবার সময় বা হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। ঘাড় যেদিকে ঘোরাবেন বাধা দিতে হবে। ঘাড় যেদিকে ঘোরাবেন বাধা দিতে হবে তার বিপরীতে দিকে। ডান এবং বাম মিলে এই্ভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

২ নং ব্যায়াম

দু হাত চিবুকের কাছে নিয়ে আসুন ভি এর মতো মাথা সোজা রেখে। চিবুক নীচের দিকে নামাবার চেষ্টা করুণ। দু হাজ দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করুণ। ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

৩ নং ব্যায়াম

মাথা সোজা থাকবে স্ট্যাটিক এক্সাসাইজ ১ নং এর মতো। হাতটি কেবল গালের জায়গায় কপালের পাশে লেগে থাকবে। ডান এবং বা মিলে একবার এইভাবে ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

৪ নং ব্যায়াম

মাথা সোজা করে থাকবে দু হাত মাথার পিছনে নিয়ে আঙুলের সঙ্গে আঙ্গুলের ইন্টারলক করুণ। মাথা পিছনের দিকে যেতে চাইবে। কিন্তু হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। মাথা সোজা থাকবে। ১০ সেকেন্ডে ধরে ১০ বার করুণ। ৫ নং ব্যায়াম

৪ নং ব্যায়ামের মতো কেবল ইন্টারলক অবস্থায় হাতদুটি মাথার পিছনের বদলে কপালের ওপর রেখে কপালকে সামনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুণ। কিন্তু হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে। মাথা সোজা থাকবে। ১০ সেকেন্ড ধরে ১০ বার করুণ।

কীভাবে আসন করবেন

ভূজঙ্গাসন

উপুড় হয়ে শুয়ে হাতের তুলু দুটি বুকের দু পাশে মাটিতে এমনভাবে রাখুন যেন আঙুলের ডগাগুলো কাধের বরাবর থাকে। হাতের কনুই গায়ের সঙ্গে লেগে থাকবে। পা দুটি জোড়া করে পায়ের পাতা পেতে রাখতে হবে। এবার কোমড়ের ওপর জোড় দিয়ে নাভি থেকে শরীরের ওপর জোড় দিয়ে নাভি তেকে শরীরের উপর ভাগ মাটি থেকে তুলুন। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় মনে মনে কুড়ি গুণতে হবে। এইভাবে একবার হল। একই রকম ভাবে আরও একবার করতে হবে।

তালাসন

দু পা এক ফুঁট ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়ান। শ্বাস নিতে নিতে দুহাত এক সঙ্গে মাথার ওপর তুলুন। সেই সঙ্গে গোড়ালিও মাটি থেকে তলুন। এই অবস্থায় ৫ সেকেন্ড থাকুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত এবং গোড়ালি আগের অবস্থায় নিযে আসুন। হাত যখন মাথার ওপর তুলবেন লক্ষ্য রাখবেন হাতের পাতা যেন সামনের দিকে থাকে। হাঁটু এবং কনুই যেন টান টান হয়। এইভাবে ৫ মাত্রায় করুণ। ষষ্টি আসন সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন। দুহাত মাথার ওপর তুলুন। হাতের তালু ওপর দিকে রেখে হাতের পিছনের অংশ মাটিতে স্পর্শ করে থাকবে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাবাবিক রেখে শরীরকে টানটান করুণ। অর্থাৎ শরীরের ওপরের অংশ ওপর দিকে এবং নীচের অংশ নিচের দিকে টান টান থাকবে। পায়ের পাতা নীচের দিকে থাকবে। ১০-২০ সেকেন্ড থেকে শরীরকে শিথিল করুণ। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু ঘাড়ের ব্যায়াম আছে। যা করলে সমস্যার সমাধান হবে। বিশেষজ্ঞ যোগব্যায়াম প্রশিক্ষকের সাহায্যে এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রতিদিন যদি বাড়িতে প্রশিক্ষকের সাহায্যে আসন করা যায় তবে এই সমস্যা সম্পূর্ণ রূপে সেরে যাবে। কিন্তু সেরে যাবার পরেও নিয়মিত যোগা আসন চালিয়ে যেতে হবে। এর ফলে শরীর সুস্থ থাকবে, মনও ভালো থাকবে।

মিষ্টি মেরা পিঠা

ভাপে তৈরি এই পিঠা, খেতে অনেক মজা। উপকরণ ঃ চালের গুঁড়া ২ কাপ। জল ২ কাপ। লবণ স্বাদ মতো। তেল ১ চা চামচ। খেজুরের গুড় ১ কাপ (বেশিও দিতে পারেন)। নারিকেল কোড়ানো ১ কাপ। পদ্ধতি ঃ জলে লবণ, গুড় ও নারিকেল দিয়ে গরম করুন এবং একটু তেল দিন। জল ফুটে উঠলে, চালের গুঁড়া আস্তে আস্তে জলে মেশান। তাপ কমিয়ে একটি কাঠের চামড় দিয়ে নাড়তে থাকুন যেন কোনো গোটা গোটা দানা না থাকে। চুলার আঁচ কমিয়ে দিন এবং নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ পরে জল শুকিয়ে গেলে ছুলা থেকে খামির নামিয়ে নিন। খামির একটু ঠাণ্ডা হলে, ধরতে পারেন এমন গর থাকা অবস্থায় ভালো করে মথে নিন। দরকারে একটু করে চালের গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে পারেন। খামির ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে পছন্দ মতো আকৃতি গড়ে নিন। ভাপ দেওয়ার জন্য একটি পাত্রে জল দিয়ে ফুটাতে দিন। একটি নেট চালনি অথবা ছিদ্র ছিদ্র প্লেট জলের উপরে বসান। স্টিম কুকার অথবা রাইস মেইকার থাকলে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। চালনির উপরে একটি সুতির কাপড় বিছিয়ে তার উপরে পিঠাগুলো দিন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। পাতিলের এবং চালনির আকারের উপর নির্ভর করবে পিঠা একবারে দ্যেয়া যাবে নাকি দুইবারে দিতে হবে। এভাবে ৩০ মিনিট বাপে সিদ্ধ করুন। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জট কাটল আনন্দলোক হাসপাতালের লক আউট নোটিশ প্রত্যাহার

কলকাতা,৩১ ডিসেম্বর (হি.স): জট কাটল আনন্দলোক হাসপাতালের ।প্রত্যাহার হয়েছে লক আউট নোটিশ। মঙ্গলবার লক আউট নোটিশ প্রত্যাহার করল কর্তৃপক্ষ। লকআউট নোটিশ প্রত্যাহার হওয়ায় নতুন বছর থেকে আনন্দলোক বন্ধ হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল, তা থেকে মুক্তি পাবেন রোগীরা। পাশাপাশি স্বস্তি মিলবে হাসপাতালের কর্মীদেরও। মঙ্গলবার বেলার দিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে যেন খানিকটা স্বস্তির হাওয়া খেলল। নিশ্চিন্ত হলেন অনেকেই।

সোমবার আনন্দলোক হাসপাতালের গেটে লক আউট নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, কর্মচারী সংগঠনের দুই নেতৃত্বে বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, বাড়তে থাকা লোকসান আর কর্মীদের একাংশের বিশৃঙ্খলার জন্যই শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাঁরা আরও জানান, ১ জানুয়ারি থেকে কোনও কর্মীকে বেতন বা বকেয়া টাকা দেওয়া হবে না। যদিও কর্মচারীরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এই সিদ্ধান্ত মানবেন না। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বিপাকে পড়েন রোগীরা। আশেপাশের এলাকা ছাড়াও এমন পুরনো, নির্ভরযোগ্য একটি হাসপাতালে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচারের জন্য আসেন দূরদূরান্তের রোগীরাও। তাঁরা এখন কোথায় যাবেন, কী করবেন, তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত মানবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন হাসপাতালের কর্মীরা। আনন্দলোক হাসপাতালের এই সমস্যার সমাধানে হস্তক্ষেপ করে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডক্টর নির্মল মাজির মাধ্যমে জট কাটাতে তৎপর হয় প্রশাসন। আজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারী সংগঠন বৈঠকে বসবে। সেখান থেকে দুই অভিযুক্ত নেতাকে বদলির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

২০১৭ সালেও বেনিয়মের অভিযোগে হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে আর্থিক সাহায্য পেয়ে হাসপাতাল ফের চালু করা হয়। হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা দেব কুমার শরাফ জানিয়েছিলেন, ‘অভিযুক্ত দুই নেতৃত্বের মূল নেতাদের সরিয়ে দেওয়া হলে তাহলেই আমি আবার ধার করে এনে হলেও হাসপাতালের কর্মীদের মাইনে দিয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলব। কিন্তু ওই দুই নেতৃত্বরা থাকলে আমার পক্ষে এই হাসপাতাল চালানো সম্ভব হবে না।’

৩৯ বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল আনন্দলোক হাসপাতালের। সল্টলেক করুণাময়ী মোড়ে আনন্দলোক হাসপাতাল, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তদের অত্যন্ত ভরসার জায়গা ছিল। হৃদরোগের চিকিৎসা, মূলত বিভিন্ন অস্ত্রোপচার, চোখের চিকিৎসার এক অন্যতম অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ছিল এই আনন্দলোক। ধীরে ধীরে রাজ্যের মোট ১১ টি জায়গায় এর শাখা বিস্তার করে। আর সেই আনন্দলোক হাসপাতালের করুণাময়ী শাখায় সোমবার সকালে লক আউট এর নোটিশে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে কর্মীদের। হাসপাতালেও লক আউট এর নোটিশ পড়তে পারে, এ কেউ কল্পনাতেও আনতে পারেননি।

আনন্দলোক হাসপাতালের লকআউট নোটিশে বলা আছে, স্থায়ী কর্মচারী ইউনিয়নের স্বেচ্ছাচারিতা, আর্থিক নয়-ছয়, রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এর জেরে হাসপাতাল চূড়ান্ত লোকসানে চলছে। আগে যেখানে প্রতিদিন ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা আয় হতো, এখন সেটা কমে তিন থেকে চার লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। রোগীদের ভর্তি অনেকটাই কমে গেছে। চিকিৎসকদের তিনমাস এবং কর্মীদের দু’মাসের মাইনে বাকি। এই অবস্থায় আর হাসপাতাল চালানো সম্ভব হচ্ছে না। আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হবে। হাসপাতালের কর্ণধার দেব কুমার শরাফ পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, আনন্দলোকের হিসাব রক্ষক রমেশ ঝাঁ, ম্যানেজার ভবেশ ঝাঁ, দিনের পর দিন ধরে আর্থিক নয় ছয় করে হাসপাতালের অবস্থা সঙ্গীন করে তুলেছে।

অন্যদিকে, আনন্দলোক হাসপাতালে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য, এই হাসপাতালকে পথে বসানোর জন্য দায়ী একমাত্র মালিক দেব কুমার শরাফ। হাসপাতালে যা আয় হতো তার ৭৫ ডিকে শরাফ ঘুরপথে নিজে নিয়ে নিত। বাকি ২৫ দিয়েই হাসপাতালে কাজ চলত। কর্মীদের বেতন নেই, রোগীদের খাবার দেওয়ার পয়সা নেই, ওষুধ নেই, জীবনদায়ী বিভিন্ন যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমতো হয় না। আর এসব বলতে গেলেই হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। দু’’বছর আগে কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড না দেওয়ার জন্য হাসপাতাল বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। দিনের পর দিন ধরে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে মালিকপক্ষই।

লকআউট নোটিশের প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যায় আনন্দলোক হাসপাতালে সাড়ে তিনশ’র ওপর চিকিৎসক নার্স, কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে তাঁরা নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে বিধাননগর উত্তর থানায় স্মারকলিপিও জমা দেন। যদিও গভীর রাতে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। হাসপাতাল কর্ণধার ডিকে শরাফ জানান, হাসপাতাল বন্ধ হবে না। রোগীদের স্বার্থে যে কোন মূল্যে এই হাসপাতাল চালু রাখা হবে। কর্মী ইউনিয়নের দুই নেতাকে অন্যত্র বদলি করা হবে। মনে করা হচ্ছে, রাজ্য সরকারের একদম উপরমহল থেকে চাপ সৃষ্টি হওয়ার জন্যই এই নাটকীয় পরিবর্তন। তবে রাজ্যের ইতিহাসে কোনও হাসপাতালে লক আউট নোটিশ পড়া সত্যিই এক ব্যতিক্রমী ঘটনা বা যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।

ভুল-ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বছর শুরু করতে চান ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩১।। এ বছরের ভুল ও ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন বছরে নবতর পথযাত্রার সূচনা করতে চান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক ইস্যুতে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান ।ওবায়দুল কাদের বলেন, এ বছর আমরা যতগুলো কাজ করেছি, সবগুলোই শতভাগ সাফল্য এটা আমি দাবি করব না। কিছু কিছু ব্যর্থতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ছয় মাসই আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি অসুস্থ থাকলেও দলের সবাই কাজ করেছেন, তাই আমাদের টিমওয়ার্ক ভালো ছিল। এ বছর আমরা অনেক মেয়াদোত্তীর্ণ সহযোগী সংগঠনের কমিটি গঠন করেছি। ঢাকা মহানগরের উত্তর-দক্ষীণসহ সারাদেশে ২৯টি জেলা সম্মেলন করেছি ।আমাদের ঝড়ো দিন গেছে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও প্রোগ্রাম ছিল। এখন আবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। সব মিলিয়ে আমার অসুস্থতার সময় বাদ দিয়ে বাকি সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পার্টির জন্য কাজ করছি ।তিনি বলেন,এরপরও সবই সাফল্য এমন দাবি আমি করব না। কিছু কিছু ভুল ব্যর্থতাও রয়েছে। এ বছরের ভুল ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য নবতর পথযাত্রা সূচনা করব। নতুন আশার মালা গেঁথে আমাদের সামনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করব। নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করব।

ভুল বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোকে দেখছেন- জানতে চাইলে ওবায়দুর কাদের বলেন,সব কিছুই পারফেক্ট করতে পেরেছি, এমন দাবি তো আমি করি না। এ বিষয়টাকে ওভাবে ব্যাখ্যা না করে. এটুকু বলবো, যেগুলো জনগণের কাছে ভুল বা ব্যর্থতা, সেগুলোতে আমরা আগামী বছর ইম্প্রুভ করব ।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, গণতন্ত্রকে আরও উন্নত করতে কাজ করব। সুশাসনে আরও এক ধাপ অগ্রগতি হবে। আমাদের মেগা প্রকল্পগুলোর কাজ আরও এগিয়ে যাবে। সুখবর হচ্ছে এ বছরের শেষে পদ্মা সেতুতে ২০তম স্প্যান বসেছে। এখন থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে স্প্যান বসবে। মেট্রোরেলের একটা প্রকল্প উদ্বোধন করতে আগামীকাল বছরের প্রথম দিনই আমি উত্তরায় যাচ্ছি। কর্ণফুলী ট্যানেলেরও ৫০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এ কাজগুলোকে আগামী বছর আরও এগিয়ে নেব ।তিনি বলেন,সড়কে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেখাতে সাফল্য পেতে হবে। পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ।নির্দিষ্টভাবে গণতন্ত্রের জন্য কী ধরনের চ্যালেঞ্জ দেখছেন? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,আগামী বছরের প্রথমেই ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে নির্বাচন। আমি আগেও বলেছি, এ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে।

নতুন বছরে আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, এ ক্ষেত্রে বিরোধী দল একটি বড় পার্ট, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো মেসেজ আছে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিরোধী দল সব সুযোগ-সুবিধা পাবে। তারা গণতন্ত্র চর্চা করতে পারবে। সভা সমাবেশ করতে পারবে। স্পিকার তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ও সরকারও নমনীয়। বিরোধী দল শক্তিশালী হলে সরকার ও গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। কাজেই বিরোধী দলের জন্য সভা-সমাবেশে আমরা এখনও কোনো কার্পণ্য করছি না, নতুন বছরেও তারা সে সুবিধা পাবে ।বিরোধী দলকে আস্থা দেয়ার জন্য কোনো উদ্যোগ থাকবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পৃথিবীর কোনো দেশের বিরোধী দল সরকারের ওপর আস্থা রাখে। একটি দেশে একটি বিরোধী দল, দেখান সেটা প্রতিবেশী ভারত থেকে শুরু করে পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কাসহ উন্নত কোনো দেশেই বিরোধী দল সরকারি দলের ওপর আস্থা রাখে না। তাহলে তাদের রাজনীতিটা কোথায় থাকে ?কাউন্সিলরদের মনোনয়নে ক্লিন ইমেজ দেখা হবে, এ বিষয়ে কতটা করতে পেরেছেন? এমন প্রশ্নের জবাবে কাদের বলেন, আমাদের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল, সেগুলো নিয়ে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে, সেগুলো আমরা সংশোধন করব ।সড়কে কাজের বিষয়ে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো ক্ষেত্রে সমন্বয় না থাকলে সে ক্ষেত্রে সমন্বয় আনা হবে।

ছাত্রদলের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানে খালেদার মুক্তি হবে:মির্জা ফখরুল

ঢাকা,ডিসেম্বর ৩১।। ছাত্রদলের নেতৃত্বে ‘গণঅভ্যুত্থানের’ মাধ্যমে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে বলে আশাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আর এবার ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য অংশ নিচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিএনপির সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে ফখরুল এ কথা জানান ।বিএনপি মহাসচিব বলেন, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ছাত্রদল তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে আরও বেগবান ও শক্তিশালী করবে। আজকে খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে এবং তাকে ন্যূনতম আইনগত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। তাকে মুক্ত করার জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে ছাত্রদল। সে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র জনতার যে ঐক্য সৃষ্টি হবে তা একদিকে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। একইসঙ্গে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে কাজ করবে।

বিএনপি পুরনো বছরকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে এবং তাদের নতুন বছরের প্রত্যাশা কী- এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, বিগত বছরটি ছিল গণতন্ত্র হত্যার বছর। মানুষের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার বছর এবং ফ্যাসিবাদের জয়ের বছর ।তিনি বলেন, এই বছরটা যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন তারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। খালেদা জিয়ার সাজা বাড়ানো হয়েছে, হাজার হাজার নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে ।মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা সবসময়ই নতুন বছরে নতুন করে ভাবতে চাই। নতুন করে স্বপ্ন দেখতে চাই এবং নতুন করে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংগঠনকে আমরা আরও শক্তিশালী করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশে ছাত্রদলের ঐতিহ্য রয়েছে। ঐতিহ্য ও ছাত্র আন্দোলনকে সমুন্নত রেখে ছাত্রদলের নেতৃত্বে এদেশে গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হবে ।ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব বলেন, বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে কখনোই সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে না। এরপরও গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা রাজনীতি করি বলে জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটাকে আমরা একটা পন্থা হিসেবে নিয়েছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান, যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিমউদ্দিন আলম, ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল প্রমুখ।

বর্ষবরণের জন্য সেজে উঠেছে দার্জিলিং

দার্জিলিং,৩১ ডিসেম্বর (হি.স): শুরু হয়ে গেছে বর্ষবরণের কাউন্ট ডাউন। বাকি আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সেজে উঠেছে কলকাতা। সেজে উঠেছে দার্জিলিং পাহাড়। হিম ঠান্ডায় বর্ষবরণের মেজাজে এখন দার্জিলিং। ম্যালে ইতিমধ্যেই ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পর্যটকরা। আজ সেখানে তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ম্যাল সহ দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তায় রাখা হয়েছে পুলিশের হেল্প ডেস্ক। রয়েছে কন্টোল রুমও। পর্যটকদের জন্য আজ দার্জিলিং জেলা পুলিশের তরফে আয়োজন করা হয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিকেল ৫ টা থেকে চলবে ভোর রাত ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান হবে। নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে দার্জিলিঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরিকৃষ্ণ পাই মঙ্গলবার বলেন, ‘দার্জিলিং পুলিশের তরফে চৌরাস্তায় আজ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে সেখানে আসার আমন্ত্রণ রইল। দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন ব্যান্ড অনুষ্ঠান করবে সেখানে। যদি বর্ষবরণের রাতে কেউ কোনও সমস্যার মুখে পড়েন, তাহলে ১০০ ডায়াল করে আমাদের কাছে অভিযোগ জানাবেন। আমরা আপনাদের পাশে আছি।‘ প্রতিবছর বড়দিন ও নববর্ষের মুরশুমে দার্জিলিং পর্যটকদের ভিড়ে ঠাঁসা থাকে। কিন্তু এবছর পর্যটন ব্যবসায়ী ও হোটেল মালিকরা জানিয়েছেন, সংশোধিত নাগরিক আইনের প্রতিবাদে দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের জেরে ট্রেন বাতিল ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ায় এবার পাহাড়ে পর্যটকদের সংখ্যা অনেকটাই কম।

পুলিশ ঘুমিয়ে থাকলে ভালো হবে ঢাকার সিটি নির্বাচন : দুদু

ঢাকা,ডিসেম্বর ৩১।। পুলিশ প্রশাসন ও মিলিটারি যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে আসন্ন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ভালো হবে- এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও কৃষক দলের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু ।তিনি বলেন, আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন। নির্বাচন কেমন হবে? আমি উত্তর দিয়েছি, পুলিশ প্রশাসন, মিলিটারি ও সরকারের মন্ত্রীরা যদি আল্লাহর ওয়াস্তে ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে দেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাচন হবে। তারা যদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে আসেন তবে গত বছর যা হয়েছে, গত ১৩ বছরে যা হয়েছে, তা-ই হবে।

মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কৃষক দলের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন ।দুদু বলেন,আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আমাদের দলের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, তিনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার ঘোষক নন, এ দেশে যা কিছু সুন্দর সবকিছুর অবদান তার। আমার এখনও মনে আছে, শহীদ জিয়া আমাদের গ্রাম চুয়াডাঙ্গায় গিয়েছিলেন। একটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রেসিডেন্ট একেবারেই গরীব একটা বাড়িতে গিয়ে বললেন, মা একটু পানি খাব। মহিলা দ্রুত একটি কাঁচের গ্লাস পরিষ্কার করে এক গ্লাস পানি দিল। আমাদের এলাকায় কারও বাড়ি কেউ গেলে সে যত গরীব হোক না কেন একটু মুড়ি বা গুড় দেয়। কিন্তু ওই মহিলার বাসায় কিছু ছিল না। প্রেসিডেন্ট হাসি মুখে পানি খেয়ে বললেন, মা একটু যদি পানির সাথে লেবু বা চিনি থাকত। ৬০/৬৫ বছরের সেই বৃদ্ধা প্রেসিডেন্টের খুব কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা আমি সামনের বার চেষ্টা করব। তখন প্রেসিডেন্ট তার সামনের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, মা এখানে একটা লেবু গাছ লাগানো যায়। তারপর প্রেসিডেন্ট চলে এলেন, এক বছর পর তার শাহাদাত বরণ করলেন। এরপর আমি যেদিন ওই গ্রামে গিয়েছি ওই মহিলা দৌড়ে আমার কাছে এসে বলেন, দুদু ওই লোকটা কোথায়? তাকে একদিন নিয়ে এসো আমার গাছে লেবু ধরেছে। আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এ কথা শুনে মহিলাটি অঝোরে কাঁদলেন। এ ছিলেন আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ।দুদু আরও বলেন, কৃষকদের জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া কী করেননি? তৎকালীন সময় পাঁচ হাজার টাকা আসলসহ সুদ মওকুফ করে দিয়েছেন জিয়াউর রহমান। তার জায়গায় যদি কাউকে পৌঁছাতে হয় তবে আরেকবার জন্ম নিতে হবে।

কৃষক দলের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে এবং আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এস কে সাদীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় কৃষক দলের সদস্য সচিব হাসান জাফির তুহিন, যুগ্ম আহ্বায়ক তকদির হোসেন মো. জসিম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলিম হোসেন, লায়ন মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার, কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২০২০-কে বরণ করে নিতে প্রস্তুত বিশ্ব, রয়েছে কড়া নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নতুন বছর ২০২০-কে বরণ করে নিতে বিশ্বের নানাপ্রান্তে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। উৎসব আয়োজনে ব্যস্ত আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রাজিলসহ বিশ্বের নানা দেশে। ইতিমধ্যে বর্ণিল আলোয় সাজানো হয়েছে বিভিন্ন শহর। সেইসঙ্গে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শহরগুলিতে বহু পর্যটকও নতুন বছর বরণ করতে উপস্থিত হয়েছেন।

এবারের বর্ষ বরণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় এক জোট হওয়ার বার্তার প্রচেষ্টার বিষয়টি উঠে এসেছে ঊ নিউ ইয়র্ক শহরের কেন্দ্রস্থল ম্যানহাটনের বিখ্যাত টাইমস স্কয়ারে এভাবেই নতুন বছরের প্রস্তুতি নিতে দেখা যায় আয়োজকদের। দিনের আলোয় রঙিন বল টেস্ট করা হলেও উৎসুক মানুষের ভিড় জমে যায় সড়কের আশপাশে। টাইমস স্কয়ার এলাকাটি এমনিতেই রঙ-বেরঙয়ের বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার কারণে সুখ্যাত। নববর্ষের আমেজে বাড়তি সাজসজ্জায় বেড়েছে সৌন্দর্যের মাত্রা। নববর্ষের আমেজে যাতে কোনও রকম ঝুঁকি না থাকে তার জন্য নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন শহর। প্রস্তুত ইংল্যান্ডও। ব্রিটেনেরে বিগ ব্যান টাওয়ারের ঘড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে রাত ১২টায় উৎসবে মাতবেন সাধারণ মানুষ। জার্মানির বার্লিনে নতুন বছরকে বরণ করতে নেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি। শহরটির ব্রান্ডডেনবার্গ গেটে থাকছে সবচেয়ে বড় আয়োজন। এখন শপিং মলগুলোতে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা সারছেন স্থানীয়রা। ফ্রান্স ঢেকে গেছে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে। নববর্ষ বরণে যেকোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দেশব্যাপী ১ লাখ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিওতে হাজার হাজার মানুষ সমুদ্র সৈকতে অবস্থান নিয়েছেন। সমুদ্রের স্নিগ্ধ হাওয়া গায়ে মেখে নতুনকে বরণ করবেন তারা। বিপুল সংখ্যক পর্যটকও অংশ নিয়েছেন এতে। এছাড়া সারাদেশে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা।

নতুন বছরে শীঘ্রই চালু হচ্ছে টাউন হল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরের শুরুতেই চালু হতে চলেছে টাউন হল। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন মেয়র পারিষদ দেবাসিশ কুমার। নতুন বছরে নতুন রূপ নিয়ে খুব শীঘ্রই সাধারণ মানুষের জন্য খুলে যাবে কলকাতার টাউন হল। কলকাতার টাউন হল সংস্কার করতে আইআইটি রুরকি পরামর্শ নিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। চলতি বছরের নভেম্বরে শেষ হওয়ার কথা ছিল টাউনহলের মেরামতির কাজ। কিন্তু সেটা সম্ভব না হলেও একেবারে শেষ পর্যায়ে টাউনহলের মেরামতির কাজ বলেই এদিন জানান দেবাশিসবাবু। তিনি বলেন, ’একেবারে শেষ পর্যায়ে টাউনহলের সংস্কারের কাজ। নতুন বছরের খুব শীঘ্রই এই হল খুলে দেওয়া হবে।’ দেবাশিসবাবু আরও জানান, ’ নতুন টাউন হলের ভেতর যে সংগ্রহশালা রয়েছে তাকে আরও নতুন রূপে নতুন ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে। কলকাতা শুরুর সময় থেকে আজ অবধি কলকাতার সমস্ত ইতিহাস থাকবে এই নতুন সংগ্রহশালায়। ’নতুনভাবে কলকাতাকে এই সংগ্রহশালায় মানুষ খুঁজে পাবেন বলেই দাবি করেন দেবাশিসবাবু। মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন অর্থনীতিতে সদ্য নোবেলজয়ী বাঙালি অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নব সজ্জিত টাউনহলে সংবর্ধনা দেওয়া হবেঊ সেক্ষেত্রে নতুন বছরের গোড়ায় খুব শীঘ্রই টাউন হলকে আবার নতুনভাবে খোলার জন্য তৎপর প্রশাসনিক স্তর। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়ার পরেই টাউন হল ফের খুলে দেওয়া হবে সাধারণ মানুষের জন্য যদি তার ভেতরের মিউজিয়াম এখনই চালু হবে কিনা সেই নিয়ে সংশয় রয়েছেঊ কারণ এখানে কলকাতা বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ একটি থিম মিউজিয়াম তৈরি করতে আরও বেশ কিছুটা সময় চেয়েছেন আইআইটি বিশেষজ্ঞরা।

নেপাল-ভুটান-আসামের সঙ্গে নৌ যোগাযোগ বাড়াতে চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩১।। ভারতের আসাম এবং নেপাল ও ভুটানসহ উত্তরের দিকের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের নৌপথে যোগাযোগ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সংশ্লিষ্টদের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। সভা শেষে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের কাছে এসব তথ্য জানান। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা তুলে ধরে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন,উত্তরের দিকে যেসব দেশ আছে, যেমন নেপাল, ভুটান, এমনকি আসাম- দেশ না হলেও বড় দেশের অংশ। তাদের সঙ্গে নৌপথে চলাচলটা আরও সহজ করা দরকার। ব্যবসা-বাণিজ্যে আমরা নৌপথের দিকেও আমরা নজর দিচ্ছি। আপনারা জানেন, ব্রহ্মপুত্র আমাদের বিশাল নদী। প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, খোঁজ-খবর নেন তাদের সঙ্গে কথা বলেন ।নদী খননের সময় যাতে পাড় না ভাঙে সে দিকে সতর্ক থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তার বক্তব্য তুলে ধরে এম এ মান্নান বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ড্রেজিং আমরা করছি অনেক জায়গায়। ড্রেজিংটা নদীর পাড়ের দিকে করবেন না। নৌ-মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবকে তিনি বলেছেন, এ বিষয়ে বি ভেরি কেয়ারফুল (খুব সতর্ক থাকা), যাতে পাড় না ভাঙে। মংলা, পায়রা, চট্টগ্রাম নদী বন্দরকে আরও আধুনিকায়ন এবং সেখানে অত্যাধুনিক স্ক্যানার মেশিন বসানোর নির্দেশও দেন প্রধানমন্ত্রী। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, যেখানে নতুন বন্দর করছি, মংলা, পায়রা আসছে, আর চট্টগ্রাম বন্দর তো আছে, সেখানে লেটেস্ট (আধুনিক) স্ক্যানার যেন বসানো হয়। স্ক্যানার নষ্ট হয়ে আছে, কাজ করে না— এসব বললে হবে না। এখানে লেটেস্ট স্ক্যানার লাগাতে হবে এবং আধুনিকায়ন করতে হবে।

হঠাৎ করেই সরকারের পতন হবে :সেলিমা

নিজস্ব প্রতিনিধিহবে, তাই সবাইকে ভরসা রাখতে হবে এবং সতর্ক ও প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হবে।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ।সেলিমা বলেন, সরকার জানে তার পায়ের নিচে মাটি নেই এবং জনগণ যদি একবার জেগে ওঠে তাহলে তারা ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। যার কারণে গতকাল আমাদের একটি সমাবেশ ছিল, তা করতে দেয়নি। দেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে তারা শুধুমাত্র পুলিশের ওপর, প্রশাসনের ওপর ভর করে ক্ষমতায় টিকে আছে ।বেগম খালেদা জিয়াকে আর বেশি দিন কারাগারে থাকতে হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বৈরশাসকের পতন হঠাৎ করেই হয়। আর এই সরকারের পতন হঠাৎ করেই হবে। কারণ, আজ দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠছে। কেউ আর এই সরকারকে চায় না, সবাই এই সরকারের বিদায় চায়।

কৃষকদলের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে এবং আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এস কে সাদীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, কৃষক দলের সদস্য সচিব হাসান জাফির তুহিন, যুগ্ম-আহ্বায়ক তকদির হোসেন, মো. জসিম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাইনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলিম হোসেন, লায়ন মিয়া মোহাম্মদ আনোয়ার, কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শীতের হাত থেকে বাঁচাতে এক ভবঘুরের পাশে দাঁড়ালেন বসিরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

বসিরহাট, ৩১ ডিসেম্বর(হি,স : রাস্তার ধারে পড়ে থাকা এক ভবঘুরেকে উদ্ধার করতে মঙ্গলবার এগিয়ে আসতে দেখা যায় বসিরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন দেবনাথ ও তার অনুগামী যুবকদের। ভবঘুরের হাতে শীত বস্ত্র ও নতুন কাপড় তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। গত দু’’মাস ধরে বসিরহাট ভবানীপুর এলাকায় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ভবঘুরে মহিলাকে। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও রাস্তার ধারে রাত কাটাতে দেখে তাকে সাহায্য করতে মঙ্গলবার এগিয়ে আসেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন দেবনাথ। স্থানীয় এক চিকিৎসককে দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই মহিলাকে নিয়ে যান বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। মহিলার শীত নিবারণে নতুন শাড়ি ও শীতের চাদর গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয় কাউন্সিলর এর পক্ষ থেকে।

মহিলার বিষয়ে উল্লেখ করে তপন দেবনাথ জানান, ’গত বেশ কিছুদিন ধরেই এই এলাকায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখতে পাই মহিলাকে। সব সময় ঘুম মেরে বসে থাকেন রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে। কেউ কিছু খেতে দিলে তা নিতে চান না।’ আর তাই শীতের হাত থেকে বাঁচাতে এদিন সকালে মহিলাকে রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার করে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করে দেন ওই কাউন্সিলর।

আগরতলায় জমজমাট বাউল উৎসব

আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের সহযোগিতায় ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি সংস্কৃতি আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবন নং -১ এ বিশাল সমাবেশের মাঝে একপ্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা বাউল উৎসব এর আয়োজন করেছে।

বাউল উৎসব এর প্রথম দিনে ত্রিপুরা, বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন মহকুমার বাঁশি শিল্পীদের সাথে বাউল সংগীতশিল্পী ও সংগীতশিল্পীরা অংশ নিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন, অনুষ্ঠানটি আরও বর্ণিল হবে কারণ বাউল সংগীতশিল্পী এবং সংগীতশিল্পীরা মোহনীয় পরিবেশনা দেবেন।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও বিধায়ক আশীষ কুমার সাহার উপস্থিতিতে আজ সন্ধ্যায় রাজস্ব ও মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংসদের সভাপতি অরুণ নাথ।

ত্রিপুরার চারজন খ্যাতনামা শিল্পী- অগ্নি কুমার আচার্জী এবং আগরতলার মীনু নামঃ, সাব্রুমের দীনেশ দাশ এবং সিধাই মোহনপুরের ডিজন বোনাজকে এই অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হয়েছে।

বাউল উৎসবের দ্বিতীয় দিন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ প্রধান অতিথি হিসাবে, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক রতন বিশ্বাস বিশেষ অতিথি হিসাবে এবং সংগীত নাটক আকাদেমির পরিচালক হরিনাথ ঝা অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন সংসদের উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি ডঃ উত্তম সাহা।

জম্পুইজলা মহকুমার উন্নয়নে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ রাজস্বমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। জম্পুইজলা বি এ সি'র এক সভা আজ বি এ সি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীদেববর্মা জানান, জম্পুইজলায় খেলাধূলার জন্য একটি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এ জন্য প'দশ অর্থ কমিশনের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই মহকুমার অনুন্নত এলাকাগুলোর উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। সরকার পরিবর্তনের পর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্পে জনগণের কল্যাণে আরও সুযোগ সুবিধা বেড়েছে। রাজস্বমন্ত্রী জম্পুইজলা মহকুমায় উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য মৎস্য, উদ্যান, ক'ষি ও অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদের সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক তথা জম্পুইজলা বি এ সি'র চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, এ ডি সি-র সদস্য রমেন্দ্র দেববর্মা, এস ডি এম মতি দেববর্মা, বি ডি ও বরুণ দেববর্মা, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, প'ায়েত সচিবগণ এবং ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২০ কিল্লা ভার্মা এ ডি সি ভিলেজের টানপুই জে বি বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলে সভায় জানানো হয়।

গৃহঋণে সুদের হার কমাচ্ছে এসবিআই, জানুয়ারি থেকেই কার্যকর

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরের শুরুতেই মধ্যবিত্তদের জন্য সুখবরঊ গৃহঋণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় দেওয়া ঋণে সুদের হার কমাচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)ঊ নতুন বছরের প্রথম দিন, ১ জানুয়ারি থেকেই সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসবিআইঊ সুদের হার কমে হচ্ছে ৭.৯ শতাংশঊ এসবিআই-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, পরিবর্তিত সুদের হার ৭.৯ শতাংশ করা হচ্ছেঊ এখনও পর্যন্ত যে সুদ গুণতে হয় ৮.১৫ শতাংশ হারে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে অবৈধদের ফেরত না পাঠানোর লিখিত আশ্বাস চায় বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ৩১ ।।নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করা হলে অভিবাসীদের সীমান্তের এপারে পাঠানো হবে না; ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে এমন নিশ্চয়তার লিখিত আশ্বাস চেয়েছে বাংলাদেশ।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, ভারতের জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকা (এনআরসি) ইস্যুতে নয়াদিল্লির প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নমনীয় অবস্থান ঘিরে সমালোচনার মাঝে এ পদেক্ষেপ নেয়া হয়েছে।কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলেছে, আসামের জাতীয় নাগরিক পঞ্জিকা বাস্তবায়নের পর গত অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ভারত সফরে যান, তখনই বাংলাদেশ সরকার একই ধরনের একটি দাবি জানিয়েছিল।সূত্র বলছে, সেই সময় বাংলাদেশকে ভারত মৌখিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিল যে, আসামে এনআরসি বাস্তবায়নের পর যারা বিদেশি হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে না। তবে লিখিত আশ্বাস দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে নয়াদিল্লি বলে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী আসামে এনআরসি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।চলতি মাসে ভারতের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাস হওয়ার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে যে, আইনে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত মুসলিম অভিবাসীদের বাংলাদেশ সীমান্তে পুশইন করতে পারে ভারত।

আইনটি পাস হওয়ার পর কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, বর্তমানে ভারতের ক্ষমতাসীন সরকারের ওপর আদালতের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যে কারণে লিখিত আশ্বাস দেয়া কঠিন হবে না। তবে তারা বলছেন, এ ধরনের সার্বভৌম নিশ্চয়তা দিয়ে কোনো ধরনের আশ্বাস নয়াদিল্লি ঢাকাকে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী সরকার গত ১১ ডিসেম্বর পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাসের পর দেশটিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০১৪ সালে দেশটিতে ক্ষমতায় আসার পর এমন তীব্র বিক্ষোভ এবং বিরোধিতার মুখে প্রথমবারের মতো পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

আইনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে ভারতে যাওয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, পার্সি এবং জৈন সম্প্রদায়ের সদস্যরা সে দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। তবে এ আইনে মুসলিম শরণার্থীদের ব্যাপারে একই ধরনের বিধান রাখা হয়নি।সমালোচকরা বলেছেন, ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ভারতে বিভাজন তৈরি করতে এ নতুন নাগরিকত্ব আইন তৈরি করেছে, যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে।বিতর্কিত এ আইনে মুসলিম শরণার্থীদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে কিছু না বলায় ভারতজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। তবে বিক্ষোভের দাবানল বেশি ছড়িয়ে পড়েছে দেশটির সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত অন্তত ২৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) প্রধান শাফিনুল ইসলাম বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তরক্ষী বাহিনী ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নিতে বিজিবির একটি প্রতিনিধি দলসহ ভারতে যান। সেখানে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে বিজিবির প্রধান বলেন, এনআরসি ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে সংবাদ সম্মেলনে ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।এদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেও নয়াদিল্লির কাছ থেকে দৃঢ় আশ্বাস না পাওয়ার ব্যর্থতায় দেশের ভেতরে বিরোধীদের তীব্র সমালোচনার মুখে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার।

বাংলাদেশ সরকারের জন্য এই পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে গেছে গত নভেম্বরে। ওই মাসে বেঙ্গালুরু থেকে ৬০ অবৈধ বাংলাদেশিকে আটকের পর ঢাকায় পাঠানোর জন্য কলকাতায় নেয়া হয়। এছাড়া গত পাঁচ বছরে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ মহারাষ্ট্র থেকে অন্তত ১ হাজার ৪৭১ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।চলতি মাসের শুরুর দিকে আসামের গুয়াহাটিতে নাগরিকত্ব আইনবিরোধী বিক্ষোভের সময় বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ এক কূটনীতিকের ওপর হামলা হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ঘিরে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ভারত সফর বাতিল করেন। তবে দুই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভারতের সঙ্গে বৈঠক স্থগিতে এনআরসি কিংবা সিএএর কোনো সম্পর্ক নেই।

পুলিশের তরফে অনুমতি দেয়া হল সুদীপ বর্মনের মছিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের ডাকা মিছিল ঘিরে বিভিন্ন মহলে জোর আলোচনা চলছে। ৩রা জানুয়ারী প্রস্তাবিত এই মিছলের জন্য বিধায়ক আশিষ কুমার সাহা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। শ্রীসাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে মিছিলের অনুমতি প্রদান করেছে পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বিধায়ক আশিষ সাহাকে জানানো হয়েছে, ৩রা জানুয়ারী সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে মিছিল শেষ করতে হবে। যে রোড নির্দিষ্ট করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন সেগুলি হল, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে মিছিল শুরু হবে তারপর গণরাজ চৌমুহনী হয়ে মোটরস্ট্যান্ড, কামান চৌমুহনী, সূর্য্য চৌমুহনী, পোস্টঅফিস চৌমুহনী, আরএমএস চৌমুহনী, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী হয়ে পুণরায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে এসে মিছিল শেষ করতে হবে।

২ জানুয়ারি শুরু ১৫তম আঞ্চলিক সরস মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ তেলিয়ামুড়া, ৩১ ডিসেম্বর।। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের । মৃতের নাম সুমন দাস। বাড়ি সেকেরকোটের দারোগামুড়া এলাকায়। জানা যায় বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ একটি দ্রুতগামী বাইক পথচারী সুমন দাসকে দ্রুতবেগে এসে ধাক্কা দেয়। তাতে ছিটকে পড়ে সুমন দাস গুরুতরভাবে আহত হয়।

তার মাথা ফেঁটে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। স্থানীয় লোকজনরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় সেখান থেকে জিবিতে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। বিকেল নাগাদ চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এব্যাপারে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বাইকটি আটক করেছে। এদিকে, যাত্রীবাহী বুলেরো এবং লরির সাথে সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার আঠারমুড়া পাহাড়ের ৪৫ মাইল এলাকায়। আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। পরে তাদের আগরতলায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতল থেকে।

৪ জানুয়ারি কবি গোপালদাস নীরজ-এর জন্মবার্ষিকী, পাটনায় কাব্যঞ্জলির আয়োজন

পাটনা, ৩১ ডিসেম্বর : বেঁচে থাকলে এবছর ৯৫তম জন্মদিন পালন করতেন প্রখ্যাত হিন্দি এবং উর্দু কবি গোপাল দাস নীরজ। কিন্তু , সাহিত্য জগত এবং শুভাকাঙ্খীদের শোকস্তব্ধ করে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন প্রখ্যাত কবি গোপালদাস নীরজ। আগামী ৪ জানুয়ারি প্রখ্যাত কবি গোপাল দাস নীরজ এর জন্মবার্ষিকী। ওইদিন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার উদ্যোগে পাটনায় বিশেষ কাব্যাঞ্জলির আয়োজন ক রা হয়েছে। পুরাতন মিউজিয়ামের পিছনে (পাটনা-১) বিদ্যাপতি ভবনে, বিদ্যাপতি মার্গে আগামী ৪ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট থেকে র াত আটটা পর্যন্ত কবি গোপালদাস নীরজ এর স্মরণে কাব্যাঞ্জলির আয়োজন করা হয়েছে।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কবি পদ্মশ্রী সুরেন্দ্র শর্মা,সন্তোষ আনন্দ, ডা. কে বেচ্যান, ডা. বুদ্ধিনাথ মিশ্র, ডা. বিষ্ণু সাক্সেনা, ডা. সীতা সাগর, গজেন্দ্র সোলাঙ্কি, শ্রীমতী আরাধনা প্রসাদ প্রমুখ। প্রসঙ্গত ১৯২৫ সালের ৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত হিন্দি ও উর্দু কবি গোপালদাস নীরজ। ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই প্রয়াত হয়েছিলেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। কবি ও লেখক ছাড়াও অধ্যাপনাও করেছেন কবি গোপালদাস নীরজ। আলিগড়ের ধর্মা সমাজ কলেজে হিন্দী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এছাড়াও আলিগড়ের মঙ্গলায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন গোপালদাস নীরজ।

সুস্থ হেয় রাজ্যে ফিরলেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর ।। বিগত কয়েকদিন যাবত অসুস্থতা রাজ্যের বাহিরে চিকিৎসারত ছিলেন রাজ্যের জনপ্রিয় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বুধবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি রাজ্যে ফিরে আসেন। বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে এদিন উপস্থিত হন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ বহু শুভানুধ্যায়ীরা। রাজ্যে পা রেখেই সকলের উষ্ণ সংবর্ধনায় আপ্লুত হয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক জানান, কর্মীদের এই ভালবাসা উনাকে কাজ করার উৎসাহ যোগায়। তিনি বলেন, তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পুনরায় দ্বিগুণ মনোবল নিয়ে তিনি আজ থেকে উনার কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করবেন।

ব্রাউন সুগারসহ ছয় যুবক আটক বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ ডিসেম্বর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ছয় নেশা কারবারীকে আটক করল বিশালগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার এস ডি পি ও- উত্তম বনিকের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। এস ডি পি ও উত্তম বণিক জানান বিশালগর হাসপাতালের কাছ থেকে দু জনকে প্রথমে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগার। এই দুই জনকে পুজোর সময় আটক করা হয়েছিল। কিন্তু কম পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হওয়ায় তারা ছাড়া পেয়ে যায়। কিন্তু এদিন তাদের কাছ থেকে ভাল পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ বিশালগড় শীতলটিলা এলাকার এক সাধুর বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশি অভিযানের আঁচ পেয়ে সাধু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু সেই বাড়ি থেকে আরো চার জন নেশা কারবারীকে আটক করা হয়। সেই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ইয়াবা ট্যাবলেট , গাঁজা। এদিনের অভিযানে পুলিশ নগদ ৬০ হাজার টাকা, ১০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট , গাঁজা এবং ৫০ কন্টেনার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। ধৃত ৬ নেশা কারবারীকে জিজ্ঞাসাবাদ জারী রেখেছে পুলিশ। অন্যদিকে পলাতক সাধুর সন্ধানে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। আটক ৬ নেশা কারবাড়ির নাম মিন্টু বণিক, অরুপ দাস, ঝুটন দাস, রাকেশ দাস, নারায়ন দাস, সঞ্জয় সূত্রধর।

স্বামীকে

● প্রথম পাতার পর

বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে অজয় মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবারই পাঁচদিনের পুলিশ রিমাণ্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তিনদিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছে একথা জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী গৌতম গীরি। শ্রমিকের স্ত্রী তাসমিনা আক্তার বর্তমানে জেলে রয়েছে।

সংগঠন

● প্রথম পাতার পর

পারবেন না। তাই যাতে আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হোক। একসাথে প্রায় সাত হাজার ই-রিক্সা রাস্তা থেকে উঠে গেলে শ্রমিকরা যেমন সমস্যায় পড়বেন তেমনি যাত্রীরাও। সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিকদের জাননো হয়েছে মন্ত্রী তাদের নাকি আশ্বাস দিয়েছেন হঠাৎ করে কাল থেকে অবৈধ রিক্সা তোলে নেওয়া হবে না। তবে প্রক্রিয়া জারি থাকবে। তাই আগামীকাল যথারিতি রাস্তায় ই-রিক্সাগুলি চলাচল করবে বলে সংগঠনের দাবি।

৮ জানুয়ারীর ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ ডিসেম্বর।। আগামী ৮ জানুয়ারি শ্রমিক সংগঠনগুলো ১২ দফা দাবিতে দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এই ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে। ধর্মঘটের সমর্থনে মঙ্গলবার আগরতলা ধলেশ্বর এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় দেওয়াল লিখন ও প্রচার শুরু করেছে। দেশব্যাপী ধর্মঘটে সকল অংশের জনগণকে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই।

বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা ৮ই জানুয়ারির দেশব্যাপী ধর্মঘট সফল করতে রাজ্যেও ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছে। প্রচারে শামিল হয়ে মঙ্গলবার ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব বলেন, কাজের দাবিতে, স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবিতে সকলকে ধর্মঘটে সামিল হতে হবে। বর্তমান সরকারকে দেশ বিরোধী ও বেকার বিরোধী সরকার বলে আখ্যায়িত করেন নবারুণ বাবু। তিনি বলেন, মানুষের পেটে আহার না দিয়ে জাতের নামে দেশ ভাগ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি সরকার। জাত নয় ভাত চাই-এই দাবিতে ধর্মঘটে শামিল হতে দেশের যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নবারুণ বাবু। তিনি আরও বলেন বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিজেপির সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে আগামী ৮ জানুয়ারির দেশব্যাপী এই ধর্মঘট। সব অংশের মানুষ এই ধর্মঘটে শামিল হবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। ৮ই জানুয়ারির প্রস্তাবিত দেশব্যাপী ধর্মঘটে রাজ্যেও ব্যাপক প্রভাব পড়ার আগাম ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠন ব্যাপক প্রচারে শামিল হয়েছেন।

দরদাতারা

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন দিদিমণিকে। তবে ওই দিদিমণিকে টেন্ডার বাক্স প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি আমতা আমতা করে জানান টেন্ডার বাক্স স্টোরে আছে। প্রশ্ন হল স্টোর রুমে টেন্ডার বাস্ক থাকবে কেন? তবে কলেজের রিসিভ সেকশান সূত্রের খবর কলেজে টেন্ডার বাক্স নেই। অপর দিকে এই কলেজের একটি বিশেষসূত্র থেকে জানা গেছে, কলেজ অধ্যক্ষ সাহেব প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১দিন কলেজে আসেন। আর অধ্যক্ষকে তালিম জোগাচ্ছে এই কলেজেরই সুবোধ দেববর্মা নামে এক কর্মী। অদ্যক্ষের একগুয়েমি কাজ কর্মের ফলে কলেজের একাংশ কর্মচারীরা ক্ষোব্ধ।

চিফ

● প্রথম পাতার পর

অধীনে আরও শিখরে উঠবে ভারতীয় সেনা, এটাই আশা করছি। বিদায়-বেলায় এমনই মন্তব্য করেছেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত। ৩১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার অবসর নিয়েছেন বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। এদিনই দেশের নতুন তথা ২৮ তম সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। এযাবততিনি সেনার সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডের দায়িত্বে ছিলেন। রাওয়াতকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ নিযুক্ত করা হয়েছে। জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে-কে অভিনন্দন জানিয়ে বিপিন রাওয়াত বলেছেন, 'সফলতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ২৮ তম সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মকুন্দ নরবণে-কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' বিদায়-বেলায় রাওয়াতকে এদিন প্রশ্ন করা হয়, 'পাকিস্তান ও চিন সীমান্তে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী কী প্রস্তুত রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিপিন রাওয়াত বলেছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

ওএনজিসিতে

● প্রথম পাতার পর

ভাড়া বাড়িতেই থাকে বলে জানিয়েছেন প্রতারিত রজন দেবনাথ ও তার পরিবারের লোকজনরা।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরী না পাওয়ায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আগরতলা শহর এলাকাতে ফের প্রতারক চক্র সক্রিয় হয়ে উঠার ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

চালকের

● প্রথম পাতার পর

নিজের ঘরে মদ্যপান করে। এরপরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়ে সে। খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে ছুটে যায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। পুলিশের প্রাথমিক ধারনা মানসিক অবসাদ থেকে এই কান্ড ঘটিয়েছেন দুলু সাহা।তবে কি কারনে আত্মহত্যা , তার কোন সঠিক কারণ জানা যায়নি। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই সে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছে বলে মত স্থানীয়দের। মৃতদেহ ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়।

সিএএ'র

● প্রথম পাতার পর

রঙিয়া ডিভিশনে মোট ক্ষতির পরিমাণ অংকের হিসাবে আনুমানিক দশ কোটি টাকা।

৯ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর এই সময়কালে যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার মধ্যে যাত্রী টিকিট বিক্রী থেকে সংগৃহীত অর্থের ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩০.১৩ কোটি টাকা, মাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ৬৩.৪১ কোটি টাকা এবং পার্সেল বুকিং থেকে সংগৃহীত অর্থের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫.০৫ কোটি টাকা। উক্ত সময়কালে বিভিন্ন ট্রেন বাতিল হওয়ার জন্য আনুমানিক ৩৮.৮৬ লাখ যাত্রী সফর করতে সক্ষম হয়নি।

তথাপিও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ পরিস্থিতি উন্নতির সাথে সাথে কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ম্যানুয়ালি ট্রেন পরিচালনা শুরু করেছে এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অংশে মেরামতির কার্য এখনও চলছে।

জজ্রগণ

● প্রল্ল স্পুতুল্স্ঠ স্পল্স্ঠ

আসেননি। পঞ্চায়েতের প্রবীণ নাগরিকরা বিভিন্ন কাজে এসে ফিরে যাচ্ছে অফিস বন্ধ দেখে। প্রবীণ নাগরিকরা ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন যে এদিনের মতো প্রায়ই পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকে। এগারো আসন বিশিষ্ট ধনবিলাশ গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এগারো আসনেই বিজেপি তথা শাসক দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিল। অথচ শাসক দলীয় প্রতিনিধিরা এই ব্যাপারে উদাসীন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

এছাড়াও কিছু কিছু জিনিস যেমন, লাঠি, ফাইবার গ্লাস, হেলমেট ইত্যাদি জিনিস সরকার ক্রয় করে দেবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী বছর থেকে বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সে নির্বাচিত এস সি, এস টি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য সরকার স্পনসর না করে তাদের এককালীন ১ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার প্রদান করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, আগে দেখা গেছে যেসকল এস সি, এস টি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্সে রাজ্য ও বর্হিরাজ্যে পাঠদান করার জন্য রাজ্য সরকার স্পনসর করলে পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপ তারা পেতনা, যা কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করে থাকে। আজ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রফেশনাল কোর্সে নির্বাচিত এস সি, এস টি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা পোস্ট মেট্রিক স্কলারশিপের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও এককালীন এক লক্ষ টাকা প্রদান করবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী বছর থেকে এস সি, এস টি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর যেসব কোর্সের চাহিদা বেশী তা ঠিক করে অনলাইন দরখাস্তের মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করবে। যেসকল ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত হবেন তাদের প্রত্যেককেই রাজ্য সরকার এককালীন এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে বলে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

২০১৯-এর ফলাফল

আটের পাতার পর

অব আসাম) বা সেবা। প্রথমে দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটিতে গিয়ে ইংরেজিতে আসাম টেট ২০১৯-এর রেজাল্ট লিংকে ক্লিক করতে হবে। এর পর লিংক যে-সব তথ্য চাইবে সেগুলো দিয়ে ফলাফল আপলোড করতে হবে পরীক্ষার্থীদের।

জানা গেছে, ২,১৮,১৬৪ জন নিম্ন প্রাথমিক এবং ১,৫৮,৬৪৮ জন উচ্চ প্রথমিক নিয়ে মোট ৩,৭৬,৮১২ জন প্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৮,৯০৬ জন নিম্ন প্রাথমিক এবং ১৫,৩০৪ জন পরীক্ষার্থী উচ্চ প্রাথমিকে পাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রায় সাত বছর পর রাজ্য সরকার গত ১০ নভেম্বর উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা নিয়েছিল। পরীক্ষা হয়েছিল বাংলা, অসমিয়া, বড়ো, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায়।

খেলা

ভিএআর বিতর্কের মাঝে বছরের শেষ ম্যাচ জিতল লিভারপুল

লিভারপুল।। জয় পেলেও ভিএআর বিতর্ক তাড়া করে বেড়াল লিভারপুলকে। উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারানোর পর ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির বদান্যতা পেল বলেই মনে করছে ব্রিটিশ ফুটবল মহল। সাদিও মানের ম্যাচের একমাত্র গোলের সময় হ্যান্ডবল বিতর্ক ওঠে। যার জেরে হলুদ কার্ড দেখতে হয় উলভস কোচকে। পরে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে উলভসের গোল বাতিল হয় ভিএআরের সৌজন্যে তা অফ-সাইড ঘোষিত হওয়ায়। এক্ষেত্রেও অফ-সাইডের সিদ্ধান্ত ছিল খানিকটা বিতর্কিতই। বিশেষজ্ঞমহলের একাংশের ধারণা, এক্ষেত্রে অফ-সাইড না ঘোষণা করলেও পারতেন রেফারি। জয় নিয়ে গুঞ্জন শুরু হলেও লিভারপুলের পুরো পয়েন্ট তোলা নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। ১৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করে লিভারপুল। এই নিয়ে লিগের ১৮টি ম্যাচে জয় পেল ক্লপের দল। ড্র করেছে মাত্র ১টি ম্যাচ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেস্টার সিটির থেকে ১৩ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে বছর শেষ করল লিভারপুল। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে নেতো লিভারপুলের জালে বল জড়িয়ে ম্যাচে সমতা এনে দিয়েছিলেন প্রায়। ভিএআরের সুবাদে তা বাতিল হওয়া সে যাত্রায় স্কোর লেভেল করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। দ্বিতীয়ার্ধে মরিয়া প্রচেষ্টা করেও দু'দলের কেউই প্রতিপক্ষের শেষ রক্ষণ ভাঙতে পারেনি।

মেসিদের লিগকে 'পিছিয়ে' রাখছেন তাঁর-ই সতীর্থ

ডাচ ক্লাব উইলেমের বয়সভিত্তিক দলে বেড়ে ওঠা। আয়াক্সে বিকাশ আর বার্সেলোনায় পূর্ণতাপ্রাপ্তির অপেক্ষা ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ংকে ঘিরে হয়তো এমন স্বপ্নই দেখছেন কাতালান ক্লাবটির ভক্তরা। তবে এই ডাচ মিডফিল্ডারের একটি কথায় মন খারাপ করতে পারেন বার্সা-ভক্ত থেকে স্প্যানিশ ফুটবলের ভক্তরাও। ক্লাব ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ নাকি লা লিগার চেয়ে 'কিছুটা এগিয়ে'এমন কথাই বলেছেন ইয়ং।বার্সায় এবারই প্রথম মৌসুম কাটছে ২২ বছর বয়সী এ মিডফিল্ডারের। লিওনেল মেসিদের সঙ্গে এরই মধ্যে ১৮টি লিগ ম্যাচে খেলে গোল করেছেন মাত্র ১টি। তারপরও আর্নেস্তো ভালভার্দের দলে নিজের জায়গাটা বেশ পোক্তই করে ফেলেছেন ডি ইয়ং। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'মিরর'কে স্পেন ও ইংল্যান্ডের লিগ নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। খেলোয়াড়দের দক্ষতা বিচারে লা লিগা এগিয়ে থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ক্ষমতায় প্রিমিয়ার লিগকেই বড় করে দেখছেন ইয়ং, 'আগে ভাবতাম লা লিগা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালি ফুটবল লিগ। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তাদের দাপটই সব বলে দেয়। স্পেনের ক্লাবগুলো অনেক দূর যেতে পারে এবং মূল শিরোপা চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ইউরোপা লিগও জিতে নেয়। দক্ষতার প্রশ্নে হয়তো লা লিগা এগিয়ে, তবে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রশ্নে প্রিমিয়ার লিগ কিছুটা এগিয়ে থাকবে।'আয়াক্স ছেড়ে এ মৌসুমে বার্সায় যোগ দেন ডি ইয়ং। তার আগে আয়াক্সকে তুলেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে। ২০১৮-১৯ চ্যাম্পিয়নস লিগের মৌসুমসেরা মিডফিল্ডারও হয়েছিলেন ডি ইয়ং। তাঁকে এ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে দেখারও সম্ভাবনা জেগেছিল। পেপ গার্দিওলার চোখ ছিল ডি ইয়ংয়ের ওপর। কিন্তু সিটি তাঁদের কোচের কথা শোনেনি। নেদারল্যান্ডসের কোচ রোনাল্ড কোম্যানই এর আগে জানিয়েছিলেন জাতীয় দলে তাঁর শিষ্যকে নিয়ে আগ্রহ ছিল সিটি কোচের, 'দুটো নাম নিয়ে আমরা কথা বলেছিফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং ও ম্যাথিয়াস ডি লিট।'

পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশের অনীহায় ভারতের হাত?

পাকিস্তান সফরে গিয়ে টেস্ট নয়, কেবল টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চায় বাংলাদেশ। সফর নিয়ে এ অনীহার পেছনে ভারতের হাত দেখছেন কেউ কেউ।পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একসঙ্গে টানা সফর না করে প্রথমে টি-টোয়েন্টি সিরিজটা খেলে আসতে চায় বাংলাদেশ। টেস্ট সিরিজের জন্য প্রথমে নিরপেক্ষ ভেন্যুর প্রস্তাব দিলেও বিসিবি পরে অবস্থান কিছুটা পাল্টেছে।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি বোঝার পরই টেস্ট সিরিজ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তারা।পাকিস্তান সফরে বাংলাদেশের অনীহার মূল কারণ দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি হলেও পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারেরা বিষয়টিকে দেখছেন অন্যভাবে। রশিদ খানের যেমন সন্দেহ, এতে ভারতের হাত থাকতে পারে। পাকিস্তানের সাবেক এই ক্রিকেটার দেশটির দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রিবিউনকে বলেছেন, 'বাংলাদেশ যদি টেস্ট খেলতে পাকিস্তানে আসে, তাহলে ভারতের সমস্যা। কারণ, এই সিরিজে পাকিস্তানের জেতার সম্ভাবনা বেশি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় তখন ভারত ও পাকিস্তানের ব্যবধান কমে আসবে। এটা চায় না ভারত। আমি মনে করি আইসিসির উচিত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা, যাতে সফরটা ঠিকভাবে হয়।'

সাবেক উইকেটরক্ষক ওয়াসিম বারি পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ খেলতে না গেলে বাংলাদেশেরই ক্ষতি দেখছেন, 'আমি বুঝতে পারছি না কেন বাংলাদেশ পাকিস্তানে এসে টেস্ট খেলতে চাচ্ছে না!

এতে তারাই তো আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট খোয়াবে। এতে তাদেরই ক্ষতি। আশা করি বাংলাদেশ পাকিস্তান সফরে আসবে।২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে প্রায় ১০ বছর টেস্ট ক্রিকেট হয়নি পাকিস্তানে। এ মাসে সেই শ্রীলঙ্কাই গত এক দশকে প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট খেলেছে।

রাওয়ালপিন্ডি ও করাচিতে কড়া নিরাপত্তাই দেওয়া হয়েছে তাদের। তবে বিসিবির আপত্তির জায়গাটা ভিন্ন। সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত ক্রিকেটে আর যা—ই হোক খেলার মেজাজটাই যে থাকে না!

শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারিয়ে তৃতীয়স্থানে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার,।। প্রিমিয়র লিগে লিগ টেবিলের তৃতীয়স্থান আপাতত নিশ্চিত করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঘরের মাঠে বছরের শেষ ম্যাচে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে পরাজিত করল সিটি। চলতি প্রিমিয়র লিগে এটি তাদের ১৩ নম্বর জয়। তবে সার্বিকভাবে গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে এটি ম্যান সিটির ১০০তম প্রিমিয়র লিগ ম্যাচ জয়। শেফিল্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকে। দ্বিতীয়ার্ধে সিটির হয়ে দু'টি গোল করেন যথাক্রমে সার্জিও আগুয়েরো ও কেভিন ডি'ব্রুইন। শেফিল্ডের হয়ে প্রথমার্ধেই সিটির জালে বল জড়িয়েছিলেন মউসেট। তবে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে রেফারি অফ-সাইড ঘোষণা করায় গোল বাতিল হয়। না হলে ঘরের মাঠে প্রথমার্ধেই গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়তে হতো গুয়ার্দিওলাদের। এই জয়ের সুবাদে ২০ ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সংগৃহীত পয়েন্ট দাঁড়ায় ৪১। তারা আপাতত লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেস্টারের থেকে মাত্র ১ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে গুয়ার্দিওলার দল। শেফিল্ড ২০ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে ৮ নম্বরে নেমে যায়। অথচ জিতলে পাঁচ নম্বরে উঠে আসার সুযোগ ছিল শেফিল্ডের সামনে।

দুর্গের আড়ালে দুর্গ

নয়াদিল্লি।। অনেক দূর থেকেই নজর কেড়ে নেয় চারশ বছরের পুরানো গল ফোর্ট। দুই ধারে দেখা মিলে ভারত সাগরের। তারই মাঝে গল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম-লঙ্কান গ্রেটদের নিজেদের জাত চেনানোর মঞ্চ। দুর্গ, ঘড়ি টাওয়ার, সমুদ্র, মাঠের সবুজ গালিচা-সব মিলিয়ে গল ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিশ্বের সুন্দরতম মাঠের একটি। সেই সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ অতিথি দলের সহজে মিলে না। মাঠে নিজেদের বাঁচাতেই তো বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্তত পরিসংখ্যানে তাই বলছে। লঙ্কান রাজত্বে হানা দেওয়ার চেষ্টায় থাকায় বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ পড়েছে খোদ সিংহের ডেরায়। গলে খেলা ২৮ ম্যাচে স্বাগতিকরা ১৬টিতেই জিতেছে, হেরেছে ৬টিতে। ড্র হয়েছে ৬টি ম্যাচ। লঙ্কান ক্রিকেট দুর্গ ঢাকা পড়ে থাকে ১৫৮৮ সালে পুর্তুগিজদের বানানো এক দুর্গের আড়ালে। মাঝে ডাচদের স্পর্শ পাওয়া এই স্থাপত্য সেরা চারশ বছর পরও তেমনি অটল দাঁড়িয়ে। ২০০৪ সালের ভয়ঙ্কর সুনামিতে গলের মাঠ পুরোপুরি ভেসে গিয়েছিল। নতুন করে গড়ে তুলতে হয় এটি। ১০ বছর আগে এই মাঠ পুনর্গঠন করা শ্রীলঙ্কা এখন আছে নতুন করে দল সাজানোর প্রক্রিয়ায়। মাহেলা জয়বর্ধনে, কুমার সাঙ্গাকারা, তিলকরত্নে দিলশানরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন, রঙ্গনা হেরাথেরও যাওয়ার পালা। তবে বরাবরের মতোই গলে নিজেদের পারফরমার পেয়ে গেছে দেশটি। গলে সবচেয়ে বেশি রান করা জয়বর্ধনে (২ হাজার ৩৮২) আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা সাঙ্গাকারা (১ হাজার ৯২১) ধারে কাছে যেতে এখনও অনেক বাকি দিনেশ চান্দিমালের। বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে অপরাজিত ১৯০ রানের চমৎকার ইনিংস খেলা উইকেটরক্ষক -ব্যাটসম্যান এই মাঠেও দারুণ খেলেন। গলে ৭ মাচে ১২ ইনিংসে ৬৩.২০ গড়ে ৬৩২ রান করেছেন তিনি। ১৫ ম্যাচে ১৮.৫০ গড়ে ১১১ উইকেট নিয়ে গলে সবার উপর মুত্তিয়া মুরলিধরন। তার ১১ বার ৫ উইকেট আর চারবারের ১০ উইকেটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হেরাথ ২৩.৮৮ গড়ে নিয়েছেন ৮৪ উইকেট। বাঁহাতি এই স্পিনারের পাঁচ উইকেট ৮ বার, ১০ উইকেট ৩ বার। গলে মাত্র ৪ টেস্টেই ২৯ উইকেট নিয়েছেন দিলরুয়ান পেরেরা। ৩৪ বছর বয়সী এই অফ স্পিনার এরই মধ্যে এখানে একবার দশ উইকেট, দুইবার পাঁচ উইকেট নিয়েছেন। গলে প্রাপ্তি আছে বাংলাদেশেরও। শ্রীলঙ্কায় একমাত্র এই মাঠেই তারা হারেনি। ২০১৩ সালে এখানে খেলা একমাত্র টেস্টে রানের পাহাড় গড়ে ড্র করেছিল মুশফিকুর রহিমের দল। সেই ম্যাচে বাংলাদেশের ৬৪৮ রান এখনও গলে টেস্টে সর্বোচ্চ সংগ্রহ। মোহাম্মদ আশরাফুল -মুশফিকের ২৬৭ রানের জুটি পঞ্চম উইকেট তো বটেই গলে যেকোন উইকেটেই সর্বোচ্চ।এবার নিশ্চয়ই আরও ভালা কিছু করার দিকে থাকবে বাংলাদেশ দলের নজর।

অবসর নিলেন তামিম ইকবাল

ঢাকা।। শ্রীলঙ্কা সফরে দুই ম্যাচ টেস্টের আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট একাদশের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করা টাইগাররা আধিপত্য বিস্তার করে শুরুটা করে দারুণ। পরে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি করে স্বেচ্ছায় অবসর নেন ওপেনার তামিম ইকবাল। এপ্রতিদেবন লেখা পর্যন্ত ৪ উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান করেছে বাংলাদেশ। সাকিব আল হাসান ১৫ ও মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ ৫ রানে অপরাজিত আছেন। মোরাতুয়ার ডি জয়সা স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে যায় বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত ৯ রানে লাহিরু সামাকোনের বলে রন চন্দ্রগুপ্তাকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন সৌম্য। অভিজ্ঞ ওপেনার তামিম টেস্ট মেজাজেই নিজের ইনিংস বড় করেছেন। কিন্তু তৃতীয় উইকেটে এসে মুমিনুল হক স্ট্রাইক রেট বাড়িয়ে রান তোলেন। দু'জনে মিতোলেন ১৪৩ রান। পরে ১০৩ বলে ১০৩ বলে ১০ টি চারের সাহায্যে মুমিনুল ৭৩ রানে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে মাঠ ছাড়েন। সেঞ্চুরি তুলতে তামিম ১৪৬ বলে সাতটি চার ও পাঁচ ছক্কায় তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছান। তামিমের সেঞ্চুরির পর কিছুটা আক্রমণাত্মক খেলা অধিনায়ক মুশফিক ব্যক্তিগত ২১ রানে ফেরেন। ৩৭ বলে দুটি চারের সাহায্যে ২১ রান করে চামিকা করুনারত্নের বলে বোল্ড হন। দিনের শুরু থেকেই অসাধারণ ব্যাটিং করা তামিম সেঞ্চুরির পরও সাবলীলভাবে খেলেন। তবে ১৩৬ রান করে অবসর নিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। ১৮২ বলে নয়টি চার ও সাতটি ছক্কায় নিজের ইনিংস সাজান ড্যাশিং এ ওপেনার। গত রাতেই সফরকারি বাংলাদেশ জানতে পারে কারা তাদের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ। দিনেশ চান্দিমালের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট একাদশ দলে অন্যদের টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। দুই দিনের এ ম্যাচের দু'দলেরই রয়েছেন ১২ জন করে ক্রিকেটাররা। যেখানে ব্যাটিং ও বোলিং করতে পারবেন ১১ জন করে। বাংলাদেশ দল ঃ মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবাল, সৌম্য সরকার, মুমিনুল হক, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, লিটন দাশ, সাকিব আল হাসান, মেহেদি হাসান মিরাজ, মুস্তাফিজুর রহমান, তাইজুল ইসলাম, সুভাষীশ রায়, তাসকিন আহমেদ। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট প্রেসিডেন্ট একাদশ ঃ দিনেশ চান্দিমল, রন চন্দ্রাগুপ্তা, লিও প্র্যান্সিসকো, ওয়ানিদু ডি সিলভা, চামিকা করুনারত্নে, লাসিথ আম্বুলদেনিয়া, অভিষেক ফার্নান্দো, রোসেন সিলভা, আইরোশ সামারাসুরাইয়া, রুমেশ বৃন্দিকা, লাহিরু সামারাকোন, প্রবিন জয়াউইকরামা।

চ্যালেঞ্জ জেনে গলে গেল বাংলাদেশ দল

নয়াদিল্লি।। ম্যাচের একটা সময়ে উইকেট রক লিটন দাস, বোলার মাহমুদ উল্লাহ আর তামিম ইকবাল ছাড়া আর সবাই সীমানায়। সকালে আটসাট বোলিং করা সাকিব আর হাসানের এক ওভারে এলো ২৪ রান। বোলিংয়ে বোলিংয়ে হঠাৎ বাংলাদেশ এলোমেলো হয়ে গেল একজনের জন্য। দিনেশ চান্দিমাল, টেস্টে শ্রীলঙ্কার অন্যতম ভরসা। ব্যাটিংয়ে ছন্দে না থাকায় চান্দিমাল বাদ পড়েছেন সীমিত ওভারের দল থেকে। প্রধান নির্বাচক সনাথ জয়সুরিয়া তাকে পরামর্শ দিয়েছেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের ভুল-ত্রুটি শোধরাতে। তবে বড় দৈর্ঘরে ক্রিকেটে যে এখনও ছন্দে আছেন সেটা পরিস্কার বুঝিয়ে দিলেন এই উইকেট কিপার-ব্যাটসম্যান। বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সভাপতি একাদশে একমাত্র চান্দিমলেরই আছে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা। তাকেই আউট করতে পারেনি অতিথিরা। তার খুনে ব্যাটিংয়ে শেষ ২২ ওভারে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে স্বাগতিকরা, শেষ ১২ ওভারে আসে ১১২ রান। ২৫৩ বলে ২১টি চার আর ৭টি বিশাল ছক্কায় চান্দিমাল অপরাজিত ১৯০ রানে। স্বাগতিকদের সংগ্রহ ৭ উইকেটে ৪০৩ রান। ২৯ রানে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকে হারানো লঙ্কানরা যেভাবে চারশ ছাড়ালো তাতে খানিকটা উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা বাংলাদেশ দলের। তবে ম্যাচ শেষে চান্দিমল জানান, এনিয়ে মোটেও ভাবছেন না তারা। "যদি প্রস্তুতির কথা বলেন, এটা আদর্শ প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি ম্যাচে ছেলেদের খেলা নিয়ে আমি খুশি।" " শেষের দিকে অনেক রান হওয়া নিজে অমি মোটেও চিন্তিত না। কার, আমাদের সেরা বোলারদের অনেকেই সে সময় বোলিং করেনি। ওরা কত ওভার বল করবে আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম। তাই অন্য অনেককে কিছু ওভার করতে হয়েছে। " সে সময়ে তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান বোলিং করেননি। কিন্তু সাকিব, তাইজুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান মিরাজ কিছু ওভার বল করেছিলেন। কিন্তু রানের গতিতে বাধ দেওয়ার কাজটা তাদের কেউই করতে পারেননি। শেষের দিকে দুই অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকার ও মাহমুদ উল্লাহকে দিয়ে দিন শেষ করান অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের জন্য উদাহরণই হয়ে থাকবে চান্দিমালরে ইনিংস। একাদশ ওভারে ক্রিজে এসে থেকেছেন শেষ পর্যন্ত। মুস্তাফিজকে সামলেছেন, তাসকিনের আগুনে গোলাও তাকে কাবু করতে পারেনি। সাকিব-তাইজুল-মিরাজদের স্পিনেও ছিলেন সবলীল। উইকেটে থিতু হওয়ার পর কীভাবে নিজের ইনিংস বড় করতে হয় সেটা মাঠে থেকেই দেখেছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। চান্দিমাল সবচেয়ে বেশি চড়াও হয়েছিলেন সাকিবের ওপর। তার এক ওভারে মাথার ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকানোর পর, মিড উইকেট দিয়ে উড়িয়ে সীমানার বাইরে ফেলেন। পরের ছক্কা আসে লং অফ দিয়ে। উইকেটের চারপাশে শট থেকে অস্থির করে ফেলেন ফিল্ডারদের। ডি সয়সা স্টেডিয়ামে শেষের দিকে থাকা শ' তিনেক দর্শক চান্দিমালের কাছে চাচ্ছিলেন দ্বিশতক। তাদের হতাশ করে সেই চেষ্টায় যান নি প্রস্তুতি ম্যাচের অধিনায়ক। কিনতউ ততক্ষণে যা করেছেন সেটা বাংলাদেশের ভানার কারণ হয়েই থাকবে। শুক্রবারই টেস্টের ভেন্যগলের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দল। শনিবার কোনো অনুশীলনই নেই তাদের। পরদিন থেকে শুরু হবে থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টের প্রস্তুতি।

মর্গ্যানের সেঞ্চুরির পর প্লাঙ্কেট-ওকসের জোড়া চার

নয়াদিল্লি।।অভিজ্ঞতার ব্যবধানটা আলোচিত ছিল ম্যাচের আগে থেকেই। এই ম্যাচের আগে ওয়েন মর্গান খেলেছেন ১৭৩ ওয়ানডে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সবাই মিলে ১৫৭টি।

ওয়ানডেতে যদিও সেটি খুব বড় ব্যপার নয়, তারপরও শেষশ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দিলেন সেই মর্গানই। উইকেট মন্থর, বাউন্স খানিকটা অসমান। এই উইকেটেই অসাধারণ এক সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে তিনশর কাছাকাছি নিয়ে গেলেন মর্গ্যান। দুই পেসার ক্রিস ওকস ও লিয়াম প্ল্যাঙ্কেট সেই স্কোরকে নিশ্চিত করলেন যথেষ্টরও বেশি। প্রথম ওয়ানডেতে ৪৫ রানের জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড। অ্যান্টিগায় ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ২৯৬ রান তুলেছিল ইংল্যান্ডে। ১৬ বল আগে ২৫১ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১১৬ বলে ১০৭ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ সেরা ইংল্যান্ড অধিনায়ক মর্গ্যান। ওকস ও প্লাঙ্কেট নিয়েছেন ৪ উইকেট করে। বৃষ্টিতে ম্যাচ শুরু হয় দেরিতে। স্যার ভিভ রিচার্ডর্স স্টেডিয়ামে টস জিতে বোলিং নিয়ে ক্যারিবিয়ানদের শুরুটা খারাপ ছিল না। জেসন রয়কে এলবিডব্লিউ করার পর জো রুটের স্টাম্পস ওড়ান শ্যানন গ্যাব্রিয়েল। ম্যাচে আগের দিন উইকেট দেখে মর্গান বলেছিলেন, এখানে অতি আক্রমণাত্মক না হয়ে খেলতে হবে একটু দেখে শুনে। ম্যাচে সেটিই করে দেখালেন তিনি নিজে। থিতু হয়েছেন সময় নিয়ে। দুঅঙ্ক ছুঁতে লেগেছে ৩৩ বল। তারপরও ধৈর্য্য হারান নি, তাড়াহুড়ো করেন নি। রান বাড়ানোর কাজটি সে সময় করেছেন স্যাম বিলিংস। অষ্টম ওয়ানডেতে করেছেন দ্বিতীয় অর্ধশতক। বিলিংসকে (৫৬ বলে ৫২) ফিরিয়ে ৬৭ রানের জুটি ভাঙেন অ্যাশলি নার্স। এই অফ স্পিনার খানিক পর তুলে নেন জস ব্যাটলারকেও। ইংল্যান্ড তখন ৪ উইকেটে ১২৯। সেখান থেকেই ম্যাচের লাগাম নেন মর্গ্যান। সঙ্গী পান বেন স্টোকসকে। এক দুই করে দলে রান বাড়ান দুজন। সুযোগ মত খেলেছেন বড় শট। মন্থর উইকেটে চার মারতে না পেরে স্টোকস ভরসা করেন নিজের পেশিশক্তিতে। মারেন তিনটি ছক্কা। থিতু হওয়ার পর দারুণ সব শট খেলেন মর্গ্যান। পঞ্চম উইকেটে প্রায় বল প্রতি রান তুলে ১১০ রানের জুটি গড়েন দুজন। ছক্কা মারার চেষ্টাতেই স্টোকসের (৫৫০ বিদায়ে ভাঙে জুটি। রানটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাগালের বাইরে চলে যায় পরের জুটিতে। ৪.৫ ওভারে ৫৩ রানের জুটি গড়েন মর্গান ও মইন আলি। কার্লোস ব্র্যাথওয়েটকে মিড উইকেট দিয়ে উড়িয়ে ১১২ বলে মর্গ্যান স্পর্শ করেন সেঞ্চুরি। ওয়ানডেতে তার দশম অধিনায়ক হিসেবে পঞ্চম। ছাড়িয়ে গেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হিসেবে অ্যালেস্টার কুক ও অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসের চার সেঞ্চুরির রেকর্ড। ১১ চার ও ২ ছক্কায় ১০৭ রানে শেষ ওভারে রান আউট মর্গ্যান। ২২ বলে ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন মইন। শেষ ১০ ওভারে ইংল্যান্ডে তোলে ১০০। প্রথম ৭ ওভারে ২০ রানে ২ উইকেট নিয়েছিলে গ্যাব্রিয়েল। শেষ ৩ ওভারে গুণেছেন ৩৮ রান। রান তাড়ায় কখনোই ঠিক গতি পায়নি ক্যারিবিয়ান ইনিংস। ঝড় তোলার সমর্থ্য ছিল যার, সেই এভিন লুইসকে ২১ রানে ফেরান ওয়াকস।

কোহলিকে তার দশকের টেস্ট দলের অধিনায়ক করলেন পন্টিং

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিরাট কোহলিকে দলের অধিনায়ক করে সোমবার অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক রিকি পন্টিং দশকের টেস্ট দল ঘোষণা করেছেন। পন্টিং এই দশকের টি-২০ দলেরও ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে তিনজন অস্ট্রেলিয়ান - ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভ স্মিথ এবং নাথান লিয়ন রয়েছেন। পন্টিংয়ের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান দল ২০০৩ এবং ২০০৭ সালে টানা দুটি বিশ্বকাপ জয় করেছিল। তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পন্টিং টুইট করেছেন, 'বৈশিরভাগ কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা তারা দল নির্বাচন করছেন, তাই আমি ভেবেছিলাম আমি এই তালিকায় যোগ দেব। টেস্ট দল হবে: ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যালিস্টার কুক, কেন উইলিয়ামসন, স্টিভ স্মিথ, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), কুমার সাঙ্গাকারা (উইকেটরক্ষক), বেন স্টোকস, ডেল স্টেইন, নাথান লিয়ন, স্টুয়ার্ট ব্রড এবং জেমস অ্যান্ডারসন।'

ব্রাজিল দলে ফিরলেন কাসেমিরোষ উপেক্ষিতই লুইস

ওয়াশিংটন।। দীর্ঘ দিন পর জাতীয় দলে ফিরতে যাচ্ছেন ব্রাজিলের মিডফিল্ডার কাসেমিরো। তবে আরও একবার কোচ তিতের দলে উপেক্ষিত থেকে গেলেন ডিফেন্ডার দার্ভিদ লুইস। চোটের কারণে দেশের হয়ে শেষ চারটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে খেলতে পাননি রিয়াল মাদ্রিদের কাসেমিরো।

ক্লাবের হয়ে আগেই মাঠে ফেরা এই ডিফেন্সিভ ডিমফিল্ডারকে নিয়ে এ মাসের শেষ দিকে হতে যাওয়া রাশিয়া বিশ্বকাপ দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বের দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন তিতে। আর গত জুনে তিতে জায়িয়ত্ব নেওয়ার পর থেকেই জাতীয় দলে সুযোগ পাননি ডিফেন্ডার লুইস। গত বছড মার্চে উরুগুয়ের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র ম্যাচে দেশের হয়ে সবশেষ খেলেছিলেন তিনি। দলে ফেরাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফ্লামেঙ্গোর খেলোয়াড় দিয়েগো।

৩৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এই প্লেমেকার ব্রাজিলের ২০০৪৪ ও ২০০৭ সালের কোপা আমেরিকা জয়ের ভূমিকা রেখেছিলেন।

আর চোট পেয়ে ছিটকে পড়া ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড গাব্রিয়েল জেসুসের জায়গায় ডাক পেয়েছেন দিয়েগো সুজা। বিমান দুর্ঘটনায় হতাহত শাপেকোয়েনসের খেলোয়াড়দের স্মরণে জানুয়ারিতে আয়েজিত কলম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে অবশ্য দিয়েগো ও সুজা খেলেছিলেন। ব্রাজিলের ক্লাবগুলোয় খেলা ফুটবলারদের নিয়েই ওই ম্যাচের দল গলেছিলেন তিতে। উরুগুয়ের রাজধানীয় মন্তেভিদিওতে আগামী স্বাগতিকদের বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। আর রাশিয়া বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে এ পর্যন্ত ১২ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ব্রাজিল। ৪ পয়েন্ট দ্বিতীয় স্থানে উরুগুয়ে।

NO.F.10(17)/EE/SNM/PWD/10459-527
Dated: 27/12/2019
CORRIGENDUM

Please read the tender PNIT No. 15/EEISNM/PWD/2019-20 'instead of PNIT No. 15/EE/SNM/PWD/2018-19 and the last date of receiving application form 14/01/2020 instead of 14/09/2019.

All other clauses and contents will remain unaltered.

On behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-2054/2019-20

(Er. . Chakma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamara, Sepahijala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION
NO. 02/EE(Agri)/N12019-20/2049-57

The Executive Engineer, North, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Dharmanagar, invites on behalf of the Governor of Tripura, short quotation rates (including all taxes and charges) with sealed cover from the honatide manufacturer / dealer/ supplier having experience of the following works appended below in the table, within 13/01/2020 up iu '3.00 PM, for further details please contact the office of the undersigned.

Sl No	Description of Item
1.	Supply of Plastic Crates of size 20" x l6" x 7" of make Neelkarnal/ Supreme or equivalent ISI certified manufacturer.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-2059/2019-20

(Er. Sukumar Ch. Das)
EXECUTIVE ENGINEER
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DHARMANAGAR, NORTH TRIPURA

প্রয়াত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী, অসমিয়া সাহিত্যিক নাট্যকার, অভিনেতা রত্ন ওজা, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমিয়া কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার, অভিনেতা রত্ন ওজার জীবনাবসান ঘটেছে। সোমবার রাত ১-টায় ৮৯ বছর বয়সে গুয়াহাটিতে নিজের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী ওজা।

১৯৩১ সালের ৫ ডিসেম্বর নিম্ন অসমের বরপেটায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রথিতযশা অসমিয়া সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বটি। প্রয়াত রত্ন ওজাকে 'নটসূর্য' এবং 'সুধাকণ্ঠ ড় ভূপেন হাজরিকা পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের সাধারণ পরিষদের পাশাপাশি উত্তরপূর্ব মাণ্ডলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গেও ওতপ্রোত জড়িত ছিলেন তিনি। শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের উপ-সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন 'নটসূর্য' রত্ন ওজা। তিনি 'ভূপেন হাজরিকা সাংস্কৃতিক ন্যাস'-এরও উপ-সভাপতি ছিলেন। 'গহ্বর', 'উর্বর' এবং 'কবর' শীর্ষক তিনটি উচ্চমানের অসমিয়া নাটক রচনা করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'গহ্বর' নামের নাট্যগোষ্ঠীর জনক ছিলেন প্রয়াত রত্ন ওজা। বহুমুখী শিল্প-প্রতিভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম এই ব্যক্তি কয়েকটি উপন্যাস এবং কাব্যগ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 'নামঘর' নামের তথ্যচিত্র একটি নির্মাণ করে তাঁর শৈল্পিক প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। এছাড়া অসমে পথ-নাটকের অন্যতম স্থপতিও তাঁকে বলা চলে।

রত্ন ওজার মৃত্যুতে শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, অগপ সভাপতি মন্ত্রী অতুল বরা, কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা-সহ রাজ্যের বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি। অসম নাট্য সম্মিলনীও রত্ন ওজার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। রত্ন ওজা অসম নাট্য সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন। তাই অসম নাট্য সম্মিলনী ওজার মৃত্যুতে তিনদিন শোক পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

৫ জানুয়ারি গোপালদাস নীরজের জন্মবার্ষিকী, পাটনায় 'কাব্যাঞ্জলি'-র আয়োজন

পাটনা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): বেঁচে থাকলে এ বছর ৯৫ তম জন্মদিন পালন করতেন প্রখ্যাত হিন্দি এবং উর্দু কবি গোপালদাস 'নীরজ'উ কিন্তু, সাহিত্য জগত এবং শুভাকাঙ্খীদের শোকস্তব্ধ করে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন প্রখ্যাত কবি গোপালদাস 'নীরজ'উ আগামী ৪ জানুয়ারি প্রখ্যাত কবি গোপাল দাস 'নীরজ'-এর জন্মবার্ষিকীউ ওই দিন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার উদ্যোগে পাটনায় বিশেষ 'কাব্যাঞ্জলি'-র আয়োজন করা হয়েছেগ্ন

পুরাতন মিউজিয়ামের পিছনে (পাটনা-১) বিদ্যাপতি ভবনে, বিদ্যাপতি মার্গে আগামী ৪ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কবি গোপালদাস 'নীরজ'-এর স্মরণে 'কাব্যাঞ্জলি'-র আয়োজন করা হয়েছেউ ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কবি 'পদ্মশ্রী' সুরেন্দ্র শর্মা, শ্রী সন্তোষ আনন্দ, ডা. কে বেচ্যান, ডা. বুদ্ধিনাথ মিশ্র, ডা. বিষ্ণু সাক্সেনা, ডা. সীতা সাগর, শ্রী গজেন্দ্র সোলাঙ্কি, শ্রীমতী আরাধনা প্রসাদ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, ১৯২৫ সালের ৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত হিন্দি ও উর্দু কবি গোপালদাস 'নীরজ'উ ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই প্রয়াত হয়েছিলেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। কবি ও লেখক ছাড়াও অধ্যাপনাও করেছেন কবি গোপালদাস 'নীরজ'উ আলিগড়ের ধর্মা সমাজ কলেজে হিন্দি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনিউ এছাড়াও আলিগড়ের মঙ্গলায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন গোপালদাস 'নীরজ'।

৪ জানুয়ারি গোপালদাস নীরজের জন্মবার্ষিকী পাটনায় 'কাব্যাঞ্জলি'-র আয়োজন

পাটনা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): বেঁচে থাকলে এ বছর ৯৫ তম জন্মদিন পালন করতেন প্রখ্যাত হিন্দি এবং উর্দু কবি গোপালদাস 'নীরজ'। কিন্তু, সাহিত্য জগত এবং শুভাকাঙ্খীদের শোকস্তব্ধ করে ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন প্রখ্যাত কবি গোপালদাস 'নীরজ'। আগামী ৪ জানুয়ারি প্রখ্যাত কবি গোপাল দাস 'নীরজ'-এর জন্মবার্ষিকীউ ওই দিন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহার উদ্যোগে পাটনায় বিশেষ 'কাব্যাঞ্জলি'-র আয়োজন করা হয়েছে। পুরাতন মিউজিয়ামের পিছনে (পাটনা-১) বিদ্যাপতি ভবনে, বিদ্যাপতি মার্গে আগামী ৪ জানুয়ারি, শনিবার বিকেল ৩.৩০ মিনিট থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কবি গোপালদাস 'নীরজ'-এর স্মরণে 'কাব্যাঞ্জলি'-র আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট কবি 'পদ্মশ্রী' সুরেন্দ্র শর্মা, শ্রী সন্তোষ আনন্দ, ডা. কে বেচ্যান, ডা. বুদ্ধিনাথ মিশ্র, ডা. বিষ্ণু সাক্সেনা, ডা. সীতা সাগর, শ্রী গজেন্দ্র সোলাঙ্কি, শ্রীমতী আরাধনা প্রসাদ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, ১৯২৫ সালের ৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত হিন্দি ও উর্দু কবি গোপালদাস 'নীরজ'। ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই প্রয়াত হয়েছিলেন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। কবি ও লেখক ছাড়াও অধ্যাপনাও করেছেন কবি গোপালদাস 'নীরজ'উ আলিগড়ের ধর্মা সমাজ কলেজে হিন্দি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। এছাড়াও আলিগড়ের মঙ্গলায়তন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন গোপালদাস 'নীরজ'।

উত্তরপ্রদেশে গ্রেফতার ৬ শ্রমিককে আইনি সহায়তা দেবে নবান্ন

দার্জিলিং,৩১ ডিসেম্বর (হি.স): সংশোধিত নাগরিক আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশে গ্রেফতার হয়েছেন মালদার ৬ জন। তাদের জামিনের জন্য আইনজীবীর ব্যবস্থা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সংশোধিত নাগরিক আইন এবং নগরপঞ্জির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর সময় গেফতার হন তারা। ধৃতরা সবাই মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা। তারা পেশায় সবাই শ্রমিক। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন ওই যুবকরা। সেখানেই বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়েন তারা। তাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারও করেছে উত্তর প্রদেশের পুলিশ। যুবকদের ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁদের পরিবার রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়। সবরকম আইনি সহায়তার আশ্বার দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু বর্ষবরণের ছুটির কারণে আদালত বন্ধ থাকায় ধৃত যুবকদের জন্য জামিনের আবেদন করা সম্ভব হয়নি বলে জানানো হয়েছে নবান্ন সূত্রে। আগামী দুই জানুয়ারি আদালত খুললে উত্তর প্রদেশের আদালতে তাঁদের তোলা হবে। তখনই মালদার ওই ছয় শ্রমিকের জামিনের জন্য আবেদন জানাবে রাজ্য সরকার বলে জানা গেছে।

সিএএ-র বিরুদ্ধে সমাজবাদী পার্টির সাইকেল মিছিল

লখনউ, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : সিএএ ও এনআরসি বিরুদ্ধে সমাজবাদী পার্টির সাইকেল মিছিল। মঙ্গলবার সকালে লখনউয়ে দলীয় কার্যালয় থেকে বিধানসভা পর্যন্ত এই মিছিলেন আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে অখিলেশ যাদব দলীয় বিধায়কদের এই মিছিলের উদ্বোধন করেন।

এই প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, ধর্মের নামে নাগরিকত্ব দিতে চাইছে বিজেপি। যা সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ। অসম সহ উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলি সংশোধিত আইন নিয়ে খুশি নয়। সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। এনপিআর-এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি জানিয়েছেন, 'আধার কার্ডের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ তথ্য দেওয়া হয়েছে। তবে কেন এনপিআর।'

সিএএ এবং এনআরসি নিয়ে সমাজবাদী পার্টি বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তাঁর দাবি অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। কর্মসংস্থানের অবস্থাও তথৈবচ।

এদিন সমাজবাদী পার্টির বিধায়কেরা গলায় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে বিধানসভায় পৌঁছয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টিও।

নাগরিকত্ব আইন বাতিল না হলে কলকাতা বিমানবন্দর অবরোধের ডাক ফুরফুরা শরীফের আলেমের

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে হুমকি দিলেন ফুরফুরা শরীফের আলেম। কেন্দ্রীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল না করলে কলকাতা বিমানবন্দর অবরোধ করার ডাক দিলেন ফুরফুরা শরীফের আলেম আব্বাস সিদ্দিকী। আলেম আব্বাস সিদ্দিকী জানান, এই নয়া আইন প্রণয়ন করে দেশের মুসলিম জনগণের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে। একই সাথে এই আইনের বিরোধিতা করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একই সাথে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তিনি এই আইনকে রুখতে যথাযথ পদক্ষেপ না নেন তবে রাজ্যের মুসলিমদের সমর্থন হারাতে হতে পারে তাঁকে। রাজ্যে এই আইনের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ হচ্ছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয় বলেই দাবি ফুরফুরা শরীফের আলেম সিদ্দিকীর।

এই আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। একই সাথে এই আইনের বিরুদ্ধে বিধানসভায় প্রস্তাব আনার আহ্বান করেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

একই প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দের নেতা তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী ও জানিয়েছিলেন এই আইন বাতিল করতে হবে অন্যথায় কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বের হতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে এক লক্ষ লোক নিয়ে বিমানবন্দরে গিয়ে এই আইনের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা হবে বলেও জানিয়েছিলেন মন্ত্রী।

বর্ষবরণের আনন্দে মেতেছে বিনোদন পার্কও

কলকাতা,৩১ ডিসেম্বর (হি.স.):প্রহর গুনছে শহরবাসীউনতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তিলোত্তমা উ আর তাই বর্ষবরণের আগেই আনন্দে মেতেছে বিনোদন পার্কওউ উপচে পড়া ভিড় ইকো পার্কে । কচি-কাচা থেকে, যুবক যুবতিরা সকলেই বর্ষবরণের আনন্দে মেতেছে উকারণ আর কিছু ঘন্টা পরই পুরনো বছর শেষ হয়ে শুরু হবে নতুন একটা বছর? আর তাই বর্ষবরনের আগেই বর্ষবরণের আনন্দে মেতেছে তিলোত্তমাবাসী উবর্ষবরণের আনন্দে মাতোয়ারা আমজনতা, ইকো পার্কে মানুষের ঢল। কেউ ব্যস্ত চড়ুইভাতিতে আবর কেউ ব্যস্ত পরিবেশের মজা নিতে। আবার কেউ কেউ ব্যস্ত নিত্য নতুন রাইডের মজা নিতে। কেউ কেউ ব্যস্ত একে বেকে পোস দিয়ে ফটো তুলতে। সব মিলিয়ে বিনোদন পার্কেও বর্ষবরণের আনন্দ চেটেপুটে নিচ্ছে তিলত্তমাবাসী ।

সিডিএস গঠনকে স্বাগত কেটিএস তুলসির

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের তিনবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় গড়ার জন্য চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ(সিডিএস) গঠনের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন বর্ষীয়ান আইনজীবী তথা রাজ্যসভারস সাংসদ কেটিএস তুলসি। ১ জানুয়ারি এই পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত।

মঙ্গলবার কেটিএস তুলসি জানিয়েছেন, তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় একান্ত জরুরি ছিল। সেইদিক থেকে এটি সঠিক পদক্ষেপ। তিনবাহিনীর প্রধানদের হয়ে সিডিএস প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে যাবতীয় সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারবে। ফলে সামরিক ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্তও নেওয়া যাবে।

সিডিএসের বিরুদ্ধে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মণীষ তিওয়ারি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'সিডিএস ভ্রান্ত পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ আগামীদিনে জটিলতা তৈরি করবে।'

উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের ১৫ আগস্ট সিডিএস গঠনের কথা লালকেল্লা থেকে নিজের ভাষণে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরবর্তী সময়ে এই পদ গঠনের ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ১ জানুয়ারি এই পদে বসতে চলেছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত। ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের প্রথমবার সামরিক বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রাখতে সিডিএস গঠনের দাবি ওঠে। সিডিএস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল

প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপছে দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত, বিপর্যস্ত রেল ও বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর (হি .স.): ঠাণ্ডা কমবে না, বরং শৈত্যপ্রবাহ বজায় থাকবে রাজধানী দিল্লিতেউ এমনই পূর্বাভাস দিয়েছিল কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)উ সেই মতো মঙ্গলবারও প্রবল ঠাণ্ডায় কাঁপল রাজধানী দিল্লি। জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা অব্যাহত রয়েছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির লোধি রোড এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আয়া নগরে ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালামে ৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা একেবারে কমে যাওয়ায় মঙ্গলবারও বেশ কয়েকটি বিমান ছাড়ার সময় পিছিয়ে যায় দিল্লি বিমানবন্দর থেকেউ এছাড়াও ৩৪টি ট্রেন দেরি করে ছাড়ে অথবা বিলম্বে গন্তব্যে পৌঁছয়উ আইএমডি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি-এনসিআরউ এছাড়াও পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহারের বেশ কিছু অংশ, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, পশ্চিম রাজস্থান, হরিয়ানার, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল। সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ উত্তর প্রদেশের বাহরাইচ, লখনউ এবং গোরক্ষপুরে দৃশ্যমানতা নেমে যায় ২৫ মিটারে, পাটিয়ালা, চুরু, জয়সেলমের, ঝাঁসি, সুলতানপুর, বারাণসী, পাটনা, গয়া এবং পূর্ণিয়ায় দৃশ্যমানতা নেমে যায় ৫০ মিটারে, আম্বালা, চণ্ডীগড়, গগঙ্গানগর, বিকানের, বরেলি, এবং সাতনায় দৃশ্যমানতা ছিল ২০০ মিটারউ দিল্লির পাশাপাশি ঠাণ্ডায় জবুথবু অবস্থা পঞ্জাবের লুধিয়ানায়। লুধিয়ানায় বজায় রয়েছে শৈত্যপ্রবাহউ মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জনজীবনের হাল বেহাল হয়ে পড়েছে।

প্রকাশ হল নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক টেট অসম ২০১৯-এর ফলাফল

গুয়াহাটি, ৩১ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রকাশ হয়েছে শিক্ষকের যোগ্যতা নিরূপণ পরীক্ষা বা টিচার ইলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) ২০১৯-এর ফলাফল। রাজ্যের শিক্ষা দফতর গত ১০ নভেম্বর উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছিল। তার ফলাফল মঙ্গলবার অনলাইনে এবং নামের দুটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (স্টেট এডুকেশন বোর্ড

ছয়ের পাতায়দেখুন

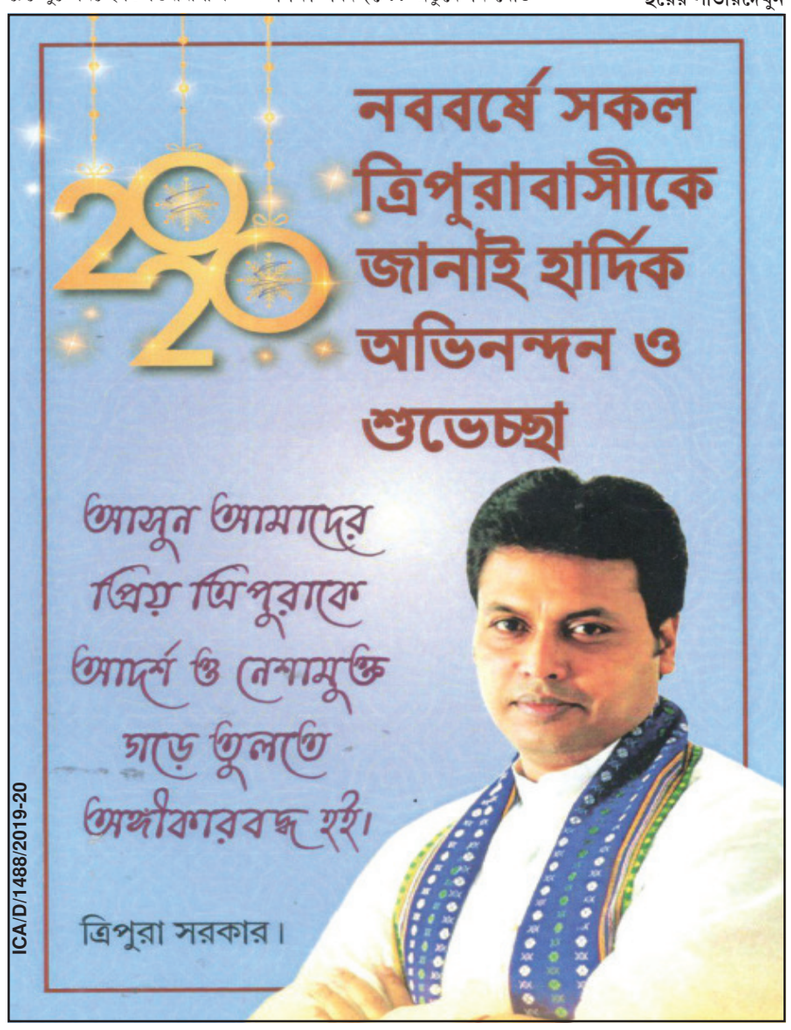

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।